৪৩০৫

আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহম্

তৃতীয়োভাগঃ।

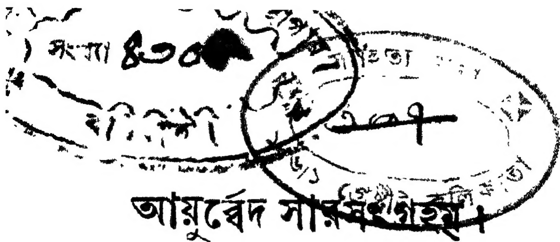
জ্বরাতিসারোতিসারশ্চ।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়েন
সম্পাদিতম্।



নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
কলিকাতা—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।
শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সম্বৎ ১৯৩০।





আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহম্।

তৃতীয়োভাগঃ।

জ্বরাতিসারঃ।

যুগপজ্জায়তে যস্য জ্বরশ্চৈবাতি-
সারকঃ। জ্বরাতিসারঃ কথিতঃ কষ্ট
সাধ্যোমনীষিণাং ।। ন পিত্তেন বিনা
সোপি জায়তে শৃণু পুত্রক। তস্য নো
লঙ্ঘনং প্রোক্তং জ্বরে চৈবাতিসারকে ।। ১

যাহার এককালীন জ্বর এবং অতিসার রোগ জাত হয় ঐ ব্যাধিকে জ্বরাতিসার কহে, ঐ ব্যধি পণ্ডিতদিগের মতে কষ্টসাধ্য অর্থাৎ অত্যন্ত যত্নেতে নাশ হয়। হে পুত্র সেই ব্যাধি, পিত্ত ব্যতিরেকে কদাচ উৎপন্ন হয় না জ্বরাতিসার রোগ হইলে রোগীর লঙ্ঘন বিহিত নহে অর্থাৎ উপবাস দিবে না লঘ্বাহার দিবে। ১

সুবর্চ্চল মতিবিষা হিঙ্গু পথ্যা কলি-
ঙ্গকৈঃ। শুণ্ঠী চামাতি সারঘ্নী শূলঘ্নী
গ্রাহি পাচনী ॥ ২

সাজিক্ষার, আতইচ, হিঙ, হরিতকী, ইন্দ্রযব ও শুঁঠ এই ছয় দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা প্রত্যেক পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে অবতরণ করিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টার অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইবে ইহাতে জ্বরাতিসার রোগ শান্ত হইবে কিম্বা ঐ ছয় খানি দ্রব্য শিলাতলে বা লৌহ যন্ত্রে চূর্ণ করিলে এক তোলা মাত্র থাকিবে উহাকে দুই আনা পরিমাণে বা এক আনা পরিমাণে লইয়া জলের সহিত তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে জ্বরাতিসার রোগ শান্তি লাভ করেন। আর এই পাচন বা চূর্ণ দ্বারা শূল অর্থাৎ পেটবেদনা নাশ পায় ভেদ বন্ধ হয় এবং অপক্ক মলাদি সকল পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ২

পথ্যা দারু বচা মুস্ত নাগরাতি বিষা-
মৃতৈঃ। আমাতীসার নাশায় ক্বাথ-
মেভিঃ পিবেন্নরঃ ॥ ৩

হরিতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, শুঁঠ, আতইচ ও গাবী-ঘৃত এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবা-ইয়া পরে শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইলে আমাতিসাররোগ নাশ পায়।

অথবা উক্ত দ্রব্য সকল চূর্ণ করিয়া পরিমিত গাবীঘৃত

সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর জলের সহিত বা ঘোলের সহিত দুই আনা বা এক আনা পরিমাণে পান করাইলে আমাতিসাররোগ নাশ পায়। ৩

উৎপল ষট্কং।

উৎপলং ধান্যকং শুণ্ঠী পৃশ্নিপর্ণী বলা-
যুতং। বালবিল্বং গবাং তক্রৈঃ শিলা-
তলেচ পেষয়েৎ॥ তেন লাজাকৃতং
মণ্ডং দীপনীয়ং সুশীতলং। জ্বরাতি-
সার শমনং হুতাশন বলপ্রদং॥ ৪

কুড়, ধনে, শুঁঠ, চাকুলে, বেলেড়া ও কাঁচাবেল এই ছয় দ্রব্য মিলিত দুই তোলা পরিমাণে লইয়া গো দুগ্ধ জাত তক্রের সহিত শিলাতলে পিষিবে পরে কাদার মত হইলে পরে উহাতে তক্র পুনরায় দিয়া এবং খই চারি তোলা বা দুই তোলা দিয়া একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে পরে বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিলে মণ্ড প্রস্তুত হইবে ঐ মণ্ড পান করাইলে জ্বরাতিসার নাশ করে এবং নির্ব্বাণ প্রাপ্ত উদরাগ্নির বল প্রদান করে। ৪

শুণ্ঠী বিষা তলধরা মৃতবৎসকানাং।
তিক্তাহ্বয়ং কনকশীতলকঃ কষায়ঃ॥
পানে বিধেয়মধুনা প্রতিসাধিতস্ত।
জ্বরাতিসার শমনে বিহিতঃ প্রদেয়ঃ॥ ৫

শুঁঠ, আতইচ, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরাতা, কনকধুতুরাফল ও রস্থনেঘাস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা লইয়া শিলাতলে কুটিয়া হাঁড়িতে অর্দ্ধ সের জল দিয়া চূলাতে জ্বাল দিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তৎকালে নাবাইয়া শীতল হইলে বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে পান করাইলে রোগী জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় যদ্যপি এক দিনে আরোগ্য লাভ না করে তবে পরদিবস এই নিয়ম পুনরায় করিলে রোগী অবশ্যই শরীরের সুস্থতা লাভ করিবে। ৫

পাঠেন্দ্র ভূনিম্ব ঘনামৃতাচ সপর্প্পটং
ক্বাথ নরে প্রশস্তঃ। আমাতিসারঞ্চ
জয়েচ্চ শীঘ্রং জ্বরেণ যুক্তং সহজঞ্চ
তীব্রং ॥ ৬

আকনাদী, অর্জুনবৃক্ষেরছাল, চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, ক্ষেৎপাপড়া এই ছয় খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে কুটিয়া হাঁড়িতে অর্দ্ধ সের জল দিয়া চূলাতে সিদ্ধ করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তখন চূলা হইতে অবতারণ করিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে ভয়ানক আমাতিসারকে জ্বরের সহিত অতি সহজে নাশ করে। ৬

শুণ্ঠী বালক মুস্তা বিল্বং পাঠা বিষা বচাধ্যান্যানি। পাচন মরুচোং ছর্দ্দ জ্বরাতিসারং বিনাশয়ন্তি ॥ ৭

শুঁঠ, বালা, মুথা, বেলশুঁঠা, আকনাদী, আতইচ ও ধনে এই সপ্ত দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে পান করাইলে অরুচি এবং উৎছর্দ্দ অর্থাৎ ওয়াকতোলার সহিত জ্বরাতিসারকে নাশ করে। ৭

বৎসকত্বক্ সুরদারু রোহিণী ধান্য-বিল্বমগধা ত্রিকণ্টকং। নিম্ববীজ গজ-পিপ্পলী বৃকী ক্বাথ এবমতিসার ওষধিঃ ॥ ৮

কুড়চির ছাল, দেবদারুবৃক্ষের ছাল, রোহিণী নামক হরিতকী, ধনে, বেলশুঁঠা, পিঁপুল, গোক্ষুরী, নিম্বফলের বীজ, গজপিপুল ও কন্টকারী এই দশ দ্রব্য সংগ্রহ করিবে ইহার প্রত্যেককে তিন আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া শিলাতলে কুটিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে রোগীকে এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইবে ইহাতে জ্বরাতিসার রোগ অবশ্যই নাশ হইবে পুনশ্চ ঐ সকল দ্রব্য শিলাতলে গুঁড়া করিয়া দুই আনা বা এক আনা

অথবা তিন রতি পাত্রানুসারে জল দিয়া অথবা তক্রদ্বারা পান করাইলে রোগী জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়। ৮

উৎপলং দাড়িমত্বক্‌চ কেশরং মধু-
পদ্মকং। ধাত্রীং পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়ৈঃ
পানং জ্বরাতিসারঘ্নং ॥ ৯

সুঁদীপুষ্প, অভাবে সুঁদীমূল, দাড়িমফলের ছাল, অভাবে বৃক্ষের ছাল, নাগেশ্বর পুষ্প, অভাবে বৃক্ষের ছাল, যষ্টিমধু, পদ্মপুষ্প ও আমলকী ফল এই ছয় দ্রব্য মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তরে চাল ধোয়া জলের সহিত রোগীকে পান করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয় এবং উক্ত দ্রব্য সকল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শিলাতলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তণ্ডুল তোয় দ্বারা অর্থাৎ আতবচাউল ধোয়ার জল দ্বারা দুই আনা বা এক আনা অথবা অর্দ্ধ আনা পান করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয়। ৯

উশীর ধান্যকং মুস্তং সবিল্বং বালকং
বলা। তথাচ ধাতকীপুষ্পং কষায়েচ
প্রশস্যতে ॥ ১০

বেণামূল, ধনে, মুথা, বেলশুঁঠা, বালা, বেলেড়া ও ধাইফুল এই সপ্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া

শীতল হইলে চাল ধোয়া জলের সহিত পান করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয় অথবা ঐ সপ্ত দ্রব্য রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শিলাতলে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া দুই আনা বা এক আনা বা তিন রতি অথবা এক রতি প্রমাণ মাত্র বুঝিয়া চাল ধোয়া জলের সহিত পান করাইলে রোগী জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় । ১০

ইতি হারিত ।

জ্বরাতিসারে পেয়াদি ক্রমঃ স্যাল্ল-
ঙ্ঘিতে হিতঃ । জ্বরাতিসারী পেয়াং
বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাংনরঃ ॥ ১১

জ্বরাতিসারেতে পূর্ব্বে লঙ্ঘন করাইয়া পরে পেয়া ফাণ্ড ও যবাগু প্রভৃতি পানকরাটী মঙ্গলকারক হয় । অথবা জ্বরাতিসার রোগযুক্ত মানব, পক্ক পেয়াকে অম্লের সহিত পান করিবে । পেয়া, দুই তোলা দ্রব্য দুই সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ ভাগ থাকিতে নাবাইবে শীতল হইলে উহাকে পেয়া কহে । চূর্ণীকৃত দ্রব্য উষ্ণ জলেতে নিক্ষেপ করিলে জলের সহিত একত্রীভূত হইলে উহাকে ফাণ্ড কহে । যবাগু, কুট্টিতযব খোসা রহিত করিয়া ছয় গুণ জলেতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তাহাকে যবাগু কহে । মণ্ড, দ্রব্যকে চৌদ্দ গুণ জলেতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহাকে মণ্ড কহে । অন্ন, পঞ্চ গুণ জলেতে সিদ্ধ করিলে উহাকে অন্ন কহে । বিলেপী, চতু-র্গুণ জলেতে সিদ্ধ করিলে উহাকে বিলেপী কহে । ১১

পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্ব নাগরোৎপল ধান্যকৈঃ। পাঠেন্দ্রযব ভূনিম্ব মুস্ত পর্প্পটকামৃতাঃ॥ জয়ন্ত্যামগতীসারং সজ্বরং সমহৌষধাঃ॥ ১২

চাকুলে, বেলেড়া, বেলশুঁঠা, নাগরমুথা, কুড় অথবা শুঁদী, ধনে, আকনাদী, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুথা, ক্ষেৎ-পাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ এই তের খানি দ্রব্য দুই আনা পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া দেড পোয়া জলেতে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহাকে তিন ঘন্টা অন্তর ছয় বারে পান করাইলে মানব, জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় অথবা উক্ত দ্রব্য সকল রৌদ্রে শুকাইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া ছাঁকিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দুই আনা বা এক আনা অথবা ৩ রতি খাওয়াইবে ইহাতে জ্বরাতিসার নাশ হইবে ১২

নাগরাতি বিষা মুস্তং ভূনিম্বামৃত বৎসকৈঃ। সর্ব্বজ্বরহরঃ ক্বাথঃ সর্ব্বাতি-সারনাশনঃ॥ ১৩

শুঁঠ, আতইচ, মুথা, চিরাতা, গুলঞ্চ ও কুরচিবৃক্ষের ছাল এই ছয় দ্রব্যের কাথ পূর্ব্বমত করিয়া শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয় অথবা ইহার চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বমত সেবন করাইলে জ্বরাতিসার নাশ হয়। ১৩

হ্রীবেরাদি পাচন।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্ত বিল্ব ধান্যক না-
গরৈঃ। পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূল
দোষামপাচনং। সরক্তংহন্ত্যতীসারং
সজ্বরং বাথবিজ্বরং ॥ ১৪

বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠা, ধনে ও শুঁঠ এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে পান করাইলে রোগী রক্তের সহিত শূলের অর্থাৎ পেট বেদনার সহিত জ্বরাতিসার হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ সুস্থভাব প্রাপ্ত হয়। ১৪

গুড়চ্যতি বিষাধান্য শুণ্ঠী বিল্বাব্দ
বালকৈঃ। পাঠাভূনিম্ব কুটজ চন্দনো-
শীর পদ্মকৈঃ। কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো
জ্বরাতিসার শান্তয়ে। হৃল্লাসারোচক
ছর্দ্দি পিপাসা দাহ নাশনঃ ॥ ১৫

গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ. বেলশুঁঠা, মুথা, বালা, আকনাদী, চিরাতা, কুরচিরছাল, রক্তচন্দন, বেণারমূল ও পদ্মের মূল এই ত্রয়োদশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আনা তিন রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইলে জ্বরাতিসার, গা-বমি, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নাশ হয়। উক্ত দ্রব্যের চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিলে জ্বরাতিসার, হৃল্লাস, ছর্দ্দি, পিপাসা ও দাহ নাশ হয়। ১৫

উষীরাদি পাচন।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্ব-
ভেষজং। সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং
দীপন পাচনং।। হন্ত্য রোচক পিচ্ছাম
বিবন্ধং সাতি বেদনং। সশোণিত মতী-
সারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং ।। ১৬

বেণামূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, আমলকী, লোধকাষ্ঠ ও বেলশুঁঠা এই নয় দ্রব্য মিলিত দুই তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ৩ ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইলে অরুচি, লালের মত আম, কোষ্ঠ-বদ্ধ, পেটবেদনা ও রক্তের সহিত জ্বরাতিসার নাশ হয়। ১৬

পঞ্চমূল্যাদি পাচন।

পঞ্চমূলী বলা বিল্ব গুড়ূচী মুস্ত
নাগরৈঃ। পাঠা ভূনিম্ব হ্রীবের কুট
জত্বক্‌ফলৈঃ শৃতং ॥ হন্তি সর্ব্বানতি

সারান্ জ্বর দোষং বমিং তথা। সশূ-
লোপদ্রবং শ্বাসং কাসং হন্তি
সুদারুণং ॥ ১৭

বেলের ছাল, শোনার ছাল, গামারের ছাল, পারু-লের ছাল, গনিয়ারি বৃক্ষের ছাল, বেলেড়া, বেলশুঁঠা, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা, বালা, কুরচির ছাল ও কুরচির ফল এই পঞ্চদশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আনা লইয়া হাঁড়ীতে অর্দ্ধ সের জলেতে মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘন্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে পান করাইলে সর্ব্ব প্রকার অতিসার, জ্বর, বমি, পেট বেদনা, পার্শ্ববেদনা, অপানদেশ বেদনা, শ্বাস, অনবরত কাশ অর্থাৎ কাশি নাশ পায়। ১৭

কলিঙ্গাদি পাচন।

কলিঙ্গাতি বিষা শুণ্ঠী কিরাতাম্বু যবা-
সকং। জ্বরাতীসার সন্তাপং নাশয়ে
দবিকল্পতঃ ॥ ১৮

ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, মুথা, দুরালভা এই ছয়খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর এক

কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে পান করাইলে মানব জ্বরাতিসার ও গাত্রের অত্যন্ত উত্তাপ হইতে অবশ্যই মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। ১৮

বৎসকং কট্‌ফলং দারু রোহিণী গজ
পিপ্পলী। শ্বদংষ্ট্রা পিপ্পলী ধান্যং
বিল্বং পাঠা যবানিকা॥ দ্বাবেতৌ সিদ্ধ
যোগৌচ শ্লোকার্দ্ধে নাভি ভাষিতৌ
জ্বরাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্দাহ নাশনৌ॥ ১৯

প্রথম যোগের ভাষা।

কুরচির ছাল, কটফল, দেবদারুবৃক্ষের ছাল, রোহিণী নামক হরিতকী যাহা বিদেশ দেশজাত হয় এবং ত্রিস্রা হয় অর্থাৎ যাহার গাত্রে তিনটী পল অর্থাৎ রেখা থাকে উহাকে রোহিণী কহে ঐ হরিতকী বীজ রহিত করিয়া লইবে গজপিঁপুল এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহার এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে জ্বরাতিসার এবং দাহ বিশেষরূপে নাশ পায়।

দ্বিতীয় যোগ।

গোক্ষুরী, পিঁপুল, ধনে, বেলশুঁঠা, আকনাদি ও যবানী এই ছয়খানি দ্রব্য পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া

অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইলে রোগী জ্বরাতিসার ও দাহ হইতে মুক্ত হয়। ১৯

নাগরামৃত ভূনিম্ব বিল্ব বালক বৎসকৈঃ।
সমুস্তাতিবিষোশীরৈ র্জ্বরাতিসার হৃজ্জলং॥ ২০

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরাতা, বেলশুঁঠা, বালা, কুরচির ছাল, মুথা, আতইচ ও বেণাতৃণের মূল এই নয় থানি দ্রব্য প্রত্যেকে তিন আনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইলে রোগী জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়। ২০

মুস্তক বিল্বাতিবিষা পাঠা ভূনিম্ব বৎ-
সকৈঃ ক্বাথঃ। মকরন্দাভিযুক্তো জ্বরাতি-
সারৌ শময়েদ্ঘোরৌ॥ ২১

মুথা, বেলশুঁঠা, আতইচ, আকনাদী, চিরাতা, কুরচির ছাল এই ছয় থানি দ্রব্য পাঁচ আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া হাঁড়িতে অর্দ্ধ সের জল দিয়া সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা

অন্তর রোগীকে মধুব সহিত পান করাইলে রোগী ভয়ানক জ্বরাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়। ২১

ঘন জল পাঠাতি বিষা পথ্যোৎপল
ধান্য রোহিণী বিশ্বৈঃ। সেন্দ্রযবৈঃ কৃত-
মন্তঃ সাতিসারং জ্বরং জয়তি ॥ ২২

মুথা, বালা, আকনাদী, আতইচ, হরিতকী, শুঁদী মূল, ধনে, রোহিণী নামক হরিতকী, শুঁঠ ও ইন্দ্রযব এই দশ থানি দ্রব্য প্রত্যেকে এক আনা তিন রতি লইয়া চুলাতে অগ্নি জ্বালিয়া পরে অর্দ্ধ সের জলের সহিত উক্ত দশ খানি দ্রব্য হাঁড়িতে প্রদান পূর্ব্বক অল্পে অল্পে জ্বাল দিবে যখন দেখিবে অর্দ্ধ পোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে তৎকালে হাঁড়িকে নামাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইবে ইহাতে রোগীর জ্বর ও অতিসার নাশ হইবে। ২২

কলিঙ্গাদ্য গুড়িকা।

কলিঙ্গং বিল্বজম্বাম্র কপিত্থঞ্চ রসা-
ঞ্জনং। লাক্ষা হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্-
ফলং শুকনাসিকাং ॥ লোধ্রং মোচ-
রসং শঙ্খং ধাতকী বটশুঙ্গকং।

পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষ-
সম্মিতান্ ॥ ছায়াশুষ্কান্ পিবেচ্ছীঘ্রং
জ্বরাতিসারশান্তয়ে। রক্ত প্রসাদনা-
শ্চৈতে শূলাতিসার নাশনাঃ ॥ ২৩

ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠা, জামবৃক্ষের ছাল, আম্রবৃক্ষের ছাল, কয়েৎবেল বৃক্ষের ছাল, রসাঞ্জন, লা-নামক দ্রব্য অশ্বত্থের বৃক্ষেতে পিপিলিকাতে নির্ম্মাণ করে যাহা হইতে গালা উৎপন্ন হয়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল বৃক্ষের ছাল, কানছিড়া, লোধ বৃক্ষের ছাল, মোচরস অর্থাৎ শিমূল বৃক্ষের আটা, শঙ্খের ভস্ম, আমলাফল ও বট বৃক্ষের শুঙা, বট পত্রের সহিত উৎপন্ন সূক্ষ্ম পত্রাকার হয় যাহা বট বৃক্ষ হইতে সর্ব্বদাই মৃত্তিকাতে পতিত হয়, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া তণ্ডুল জল দ্বারা শিলা-তলে পেষণ করিয়া কাদার মত হইলে বহেড়া ফলের ন্যায় বটিকা নির্ম্মাণ করিয়া ছায়াতে শুখাইবে পরে একটী বটিকা রোগীকে তণ্ডুল জল দ্বারা পান করাইবে ইহাতে জ্বরাতিসার নাশ পায় এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়, শূল অর্থাৎ পেট বেদনা, গুহ্য বেদনা, পার্শ্ব বেদনা ও পৃষ্ঠ বেদনা নাশ হয়। ২৩

মুষ্টিযোগ।

উৎপলং দাড়িমত্বক্চ পদ্মকেশর-
মেবচ। পিবেত্তণ্ডুলতোয়েন জ্বরাতি-
সার নাশনং ॥ ২৪

শুঁদিপুষ্প, দাড়িমের ফলের ছাল ও পদ্মপুষ্পের কেশর অর্থাৎ যাহা পুষ্প মধ্যস্থ চক্রাকার যাহাকে পদ্মের কোপল কহে উহার চতুর্দ্দিকে পীতবর্ণ সূক্ষ্মাকারে দণ্ডায়মান থাকে তাহাকে কেশর কহে এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতলে বাঁটিয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করিলে জ্বরাতিসার নাশ হয়। ২৪

বোষাদং চূর্ণং।

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্ব ভূনিম্ব
মার্কবং। চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং
দার্ব্বীমতিবিষাং সমাং॥ শ্লক্ষ্ণ চূর্ণী
কৃতান্ সর্ব্বাংস্তত্তুল্যাং বৎসকত্বচং।
সর্ব্বমেকত্রসংযুজ্য প্রপিবেত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং
গ্রাহিভেষজং। তৃষ্ণারুচি প্রশমনং
জ্বরাতিসার নাশনং॥ কামলাং গ্রহণী
দোষান্ গুল্মং প্লীহানমেবচ। প্রমেহং
পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ২৫

শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমবৃক্ষের ছাল, চিরাতা, ভীমরাজ বৃক্ষ, চিতাবৃক্ষের মুল, রোহিণী নামক হরিতকী, আকনাদী যাহাকে নিমুকো বৃক্ষ কহে দারু-

হরিদ্রা. উহা দেশ বিশেষে উৎপন্ন ঐ বৃক্ষের সমুদায় অংশ হরিদ্রা বর্ণ হয় এ প্রদেশে উহার কাষ্ঠ মাত্র আইসে তাহাই বণিকেরা ক্রয় করিয়া দোকানে বিক্রয়ার্থে রাখে ও আতইচ এই দ্বাদশ দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে প্রত্যেক সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা শরাতে আচ্ছাদন করিয়া ময়দার ন্যায় ছাঁকিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের গুঁড়া করিবে পরে সমুদায় একত্র করিলে যত গুঁড়া হইবে সেই পরিমাণে কুরচি বৃক্ষের ছাল গুঁড়া করিয়া লইবে পরে উভয় চূর্ণ একত্রে মিলাইয়া রাখিবে পরে প্রাতে তণ্ডুল জল দ্বারা অর্দ্ধ মুদ্রা, বা চারি আনা কিম্বা দুই আনা অথবা এক আনা কিম্বা তিন রতি পাত্রানুসারে পান করাইবে অথবা মধু দ্বারা চাটিয়া খাইবে ইহাতে কুপিত বাতাদি শান্ত হয়, অজীর্ণ রস, পরিপাকাবস্থাকে প্রাপ্ত হয়, অধিকবার নিঃসৃত অতিসারকে বারে অল্প করায়, তৃষ্ণা ও অরুচিকে নাশ করে, জ্বরাতিসারকে নাশ করে, কামলারোগ, গ্রহণী রোগ, গুল্ম রোগ, প্লীহা রোগ, প্রমেহ রোগ, পাণ্ডু রোগ ও শোথ রোগ এই সমুদয় রোগকে বিনাশ করে। ২৫

মুষ্টিযোগ।

দশমূলীকষায়েণ বিশ্বমক্ষসমংপিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতিসারেচ সশোথে গ্রহণী-
গদে॥ ২৬

দশমূল পাচনের ক্কাথের সহিত শুঁঠ চুর্ণ ১ তোলা বা অৰ্দ্ধ তোলা কিম্বা বহেড়া ফলের পরিমাণে পান করিলে জ্বরাতিসার ও শোথের সহিত গ্রহণী রোগ নাশ হয়। ২৬

বিড়ঙ্গাতিবিষা মুস্তং দারু পাঠা কলি-
ঙ্গকং। মরিচেন সমাযুক্তং শোথাতি-
সার নাশনং ॥ ২৭

বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুথা, দেবদারু বৃক্ষের ছাল, আকনাদী ও ইন্দ্রযব এই ছয় খানি দ্রব্য রৌদ্রে শুকাইয়া শিলা-তলে বা লৌহযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া গুঁড়া বাহির করিবে প্রত্যেক দ্রব্য পৃথক রূপে গুঁড়া করিয়া পৃথক করিয়া রাখিবে পরে সমুদয় দ্রব্যের গুঁড়া যত হইবে সেই পরিমাণে মরিচের গুঁড়া বাহির করিবে পরে সমুদয় দ্রব্যের গুঁড়ার সহিত মরিচের গুঁড়া সকল একত্র করিয়া রাখিবে পরে ঐ গুঁড়া অৰ্দ্ধ তোলা বা চারি আনা অথবা দুই আনা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জলের সহিত পান করাইলে শোথের সহিত এবং জ্বরের সহিত অতিসার নাশ হয়। ২৭

কিরাতাব্দামৃতা বিশ্ব চন্দনোদীচ্য
বৎসকৈঃ। শোথাতিসারশমনং বিশে-
ষাজ্জ্বর নাশনং ॥ ২৮

চিরাতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা ও কুরচি বৃক্ষের ছাল এই সপ্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া গুঁড়া বাহির করিবে ঐ গুঁড়া অর্দ্ধ মুদ্রা বা চারি আনা অথবা দুই আনা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জল দ্বারা রোগীকে পান করাইবে ইহাতে শোথের সহিত অতিসার এবং জ্বর নাশ হয়। ২৮

কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য মুস্ত চন্দন
ধান্যকৈঃ। শোথাতিসার তৃড়্ দাহ
শমনোজ্বরনাশনঃ ॥ ২৯

চিরাতা, মুথা, বালা, মুথা, রক্তচন্দন ও ধনে এই ছয় খানি দ্রব্য সমভাগে লইয়া পূর্ব্বমত চূর্ণ করিবে পরে গুঁড়া অর্দ্ধ মুদ্রা পরিমাণে বা চারি আনা অথবা দুই আনা পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জল দ্বারা অথবা নির্ম্মল জল দ্বারা পান করাইলে শোথ, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নাশ হয়। ২৯

ইতি চক্রদত্ত।

গুডূচী ধান্যকোশীর শুণ্ঠী বালক
পর্প্পটৈঃ। বিল্ব প্রতি বিষা পাঠা রক্ত-
চন্দন বৎসকৈঃ॥ কিরাতমুস্তেন্দ্রযবৈঃ

ক্বথিতং শিশিরং পিবেৎ। সক্ষৌদ্রং রক্ত পিত্তঘ্নং জ্বরাতীসার নাশনং॥ ৩০

গুলঞ্চ, ধনে, বেণামূল, শুঁঠ, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, বেলশুঁঠা, আতইচ, আকনাদী, রক্তচন্দন, কুরচিরছাল, চিরাতা, মুথা ও ইন্দ্রযব এই চতুর্দ্দশ দ্রব্য দুই আনা দুই রতি পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়ীতে দিয়া মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তৎকালে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে যখন শীতল হইবে তৎকালে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর মধুর সহিত পান করাইবে ইহাতে জ্বরাতিসার ও রক্ত পিত্ত রোগ নাশ হয়। ৩০

নাগরং কুটজো মুস্তমমৃতাতিবিষা তথা। এভিঃ কৃতং পিবেৎ ক্বাথং জ্বরাতীসার নাশনং॥ ৩১

শুঁঠ, কুরচিবৃক্ষের ছাল, মুথা, গুলঞ্চ ও আতইচ এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়িতে মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তৎকালে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে রোগী জ্বরাতি-সার ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। ৩১

ধান্য নাগর বিল্বাব্দ বালকৈঃ সাধিতং জলং। আমশূল হরং গ্রাহ্যং দীপনং পাচনং পরং ॥ ৩২

ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠা, মুথা ও বালা এই পঞ্চ দ্রব্য ছয় আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে হাঁড়িতে মৃদু জ্বালে অনলে পাক করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া দর্শন করিবে তৎকালে হাঁড়ি নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ক্বাথ ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে জ্বরাতিসার ও আম জন্য বেদনা নাশ হয়, অতিসারকে অল্প করে, অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে, কুপিত রসাদি ধাতু সকলকে সাম্যাবস্থায় প্রাপ্ত করায়। ৩২

সধান্য নাগরঃ ক্বাথঃ পাচনো দীপনস্তথা। এরণ্ডমূলযুক্তশ্চ জয়েদামানিলব্যথাঃ ॥ ৩৩

শুঁঠ ও ধনে এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে ইহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর পান করাইলে রসাদি ধাতু সকলকে সাম্যাবস্থায় প্রাপ্তি করায় এবং অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করে

অর্থাৎ ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে শরীরস্থ বায়ুর ইচ্ছা হয় এবং জ্বরাতিসার নাশ হয়। আর উক্ত শুঁঠ ও ধনে এরণ্ডমূলের সহিত যুক্ত হইলে আম এবং বায়ু সংযুক্ত হইয়া শরীরে যে বেদনা উপস্থিত হয় সে সমুদয় বেদনা নাশ হয়।

শুঁঠ, ধনে ও এরণ্ডমূল এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে দশ আনা দুই রতি লইয়া পূর্ব্বমত সিদ্ধ করিয়া পূর্ব্বমত রোগীকে পান করাইবে। ৩৩

বৎসকাতিবিসা বিল্ব মুস্ত বালকজঃ
শৃতঃ। অতিসারং জয়েৎ সামং চিরজং
রক্তশূলজিৎ ॥ ৩৪

কুরচিবৃক্ষের ছাল, আতইচ, বেলশুঁঠা, মুথা ও বালা এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে পূর্ব্ব বিধিমত রোগীকে পান করাইলে বহুকালের আম জন্য অতিসার এবং রক্ত জন্য বেদনাকে নাশ করে আর জ্বরকেও নাশ করে। ৩৪

কুটজাতিবিষা পাঠা ধাতকী লোধ্র
মুস্তকৈঃ। হ্রীবের দাড়িমযুতৈঃ কৃতঃ
ক্বাথঃ সমাক্ষিকঃ॥ পেয়ো মোচরসেনৈব

কুটজান্তকসংজ্ঞকঃ। অতীসারান্ জয়ে-
দ্দাহ রক্ত শূলান্ সুদুস্তরান্ ॥ ৩৫

কুরচিবৃক্ষের ছাল, আতইচ, আকনাদী, ধাতকী পুষ্প লোধকাষ্ঠ, মুথা, বালা ও দাড়িম ফলের ছাল অভাবে বৃক্ষের ছাল এই অষ্টদ্রব্য চারি আনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর মধু ও শিমূল আঠার সহিত রোগীকে পান করাইলে জ্বর, ভয়ানক অতিসার, দা ও রক্ত জন্য পেটবেদনা নাশ পায়।

হ্রীবের ধাতকী লোধ্ পাঠা লজ্জালু
বৎসকৈঃ। ধান্যকাতিবিষা মুস্তা
গুড়ূচী বিল্ব নাগরৈঃ॥ কৃতঃ কষায়ঃ
শময়েদতীসারং চিরোত্থিতং। অরোচ-
কাম শূলাস্র জ্বরঘ্নঃ পাচনঃ শৃতঃ ॥ ৩৬

বালা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ, আকনাদী, লাজুকলতা, কুরচিবৃক্ষের ছাল, ধনে, আতইচ, মুথা, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠা ও শুঁঠ এই দ্বাদশ দ্রব্য দুই আনা চারি রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তৎকালে হাঁড়ি হইতে ক্বাথ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর

পান করাইলে বহুকাল জাত অতিসার, অরুচি, আম জন্য পেটবেদনা, পার্শ্ববেদনা, বক্ষস্থলবেদনা, শিরোবেদনা, নাসাবেদনা, নয়নবেদনা, কর্ণবেদনাদি ও বিকৃত রক্ত জন্য জ্বরকে নাশ করে। ৩৬

ধাতকী বিল্ব লোধ্রানি বালকং গজপিপ্‌পলী। এভিঃ কৃতং শৃতং শীতং শিশুভ্যঃ ক্ষৌদ্রসংযুতং। প্রদদ্যাদবলেহম্বা সর্ব্বাতিসার শান্তয়ে ॥ ৩৭

ধাইফুল, বেলশুঁঠা, লোধকাষ্ঠ, বালা ও গজপিপুল এই পঞ্চ দ্রব্য চারি আনা পরিমাণে লইয়া দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাকু থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে তিন ঘন্টা অন্তর এক কাঁচ্চা পরিমাণে পান করাইবে অথবা উক্ত দ্রব্য সকল রৌদ্রে শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া দুই আনা তিন রতি প্রমাণে মধু দিয়া অবলেহ করাইবে ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অতিসার ও জ্বর নাশ হয়। ৩৭

ইতি সার্ঙ্গধর।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবোতিসারঃ তথাতিসারে যদিবা জ্বরঃ স্যাৎ। দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবাৎ জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥ জ্বরাতিসারিণামাদৌ

কুর্য্যাল্লঙ্ঘনপাচনে। জ্বরাতিসার
য়োরুক্তং ভৈষজং যৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥
নতচ্চ ভিষজা দেয়মন্যোন্যং বর্দ্ধয়ে-
দ্যতঃ। অতি প্রবর্ত্ত মানন্তু পাচয়ন্
সংগ্রহং নয়েৎ॥ জ্বরাতিসারী পেয়াম্বা
পিবেৎ স্বচ্ছাং শৃতাংনরঃ ॥ ৩৮

পিত্ত জন্য জ্বরেতে পিত্ত কারণ বশতঃ অতিসার হইয়া থাকে কিম্বা অতিসার রোগ হইলে পরে উপদ্রবের ন্যায় অথবা সহচরের ন্যায় জ্বর অতিসারি রোগীর দেহেতে প্রকাশমান হয়েন। দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, সন্নিপাত, দুষ্য অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, বসা, শুক্র, মল, মূত্র, স্বেদ ও লাল ইত্যাদি উক্ত দোষ ও দুষ্যের সমান ভাব হেতু অর্থাৎ তুল্যতা বশতঃ জ্বরাতি সার নামক রোগ উৎপন্ন হয় ইহা বৈদ্য মহাশয়েরা কহেন।

জ্বরাতিসারি ব্যক্তিদিগের পক্ষে অগ্রে লঙ্ঘন ও পাচন অর্থাৎ দোষ ও দুষ্যের বিকৃত ভাবের স্বচ্ছতা সম্পাদন এই দুইটী ব্যবস্থা করিবে। জ্বরেতে এবং অতিসারেতে যে পৃথক পৃথক ঔষধি কথিত হইয়াছে ঐ সকল ঔষধি বৈদ্য মহাশয় প্রয়োগ করিবেন না কারণ একের উপশম হইলে অন্য বৃদ্ধিকে পাইতে পারে অতএব অতিশয় বর্দ্ধমান জ্বরাতিসার রোগকে পাচন দ্বারা অগ্রে স্বচ্ছ

ভাব প্রাপ্ত করাইয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাসতা ভাব সংস্থাপন করাইবে।

জ্বরাতিসারী রোগী পরিপক্ক নির্ম্মল পেয়াকে পান করিবে। ৩৮

পেয়া ভক্ষণ বিধি।

পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্ব নাগরোৎপল ধান্যকৈঃ। পাচিতাঞ্চ বরাং পেয়াং লাজাদি সম্ভবাং পিবেৎ॥ দাড়িম্বাদি রসৈর্ব্বাপি জ্বরাতিসার রোগবান্॥ ৩৯

চাকুলে, বেলেড়া, বেলশুঁঠা, শুঁঠ, শুঁদীমূল ও ধনে এই ছয় খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি প্রমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাতে যব ও খই ইত্যাদির পেয়া অর্থাৎ পূর্ব্ব লিখিত তরল দ্রব্য যব মণ্ডের ন্যায় ও সাবুর ন্যায় অতি তরল মিলিত করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক ছটাক পরিমাণে পান করাইবে ইহাতে জ্বরাতিসার রোগ শান্তি লাভ করে অথবা পেয়াকে দাড়িম রসের সহিত ঘোলের সহিত সুরার সহিত পান করাইবে। ৩৯

হ্রীবেরাদি পাচন।

হ্রীবেরাতি বিষা বিল্ব মুস্ত নাগর ধান্যকৈঃ। পিবেৎ পিচ্ছাবিবন্ধঘ্নং শূল

দোষাম পাচনং ॥ সরক্তং হন্ত্যতি-
সারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং ॥ ৪০

বালা, আতইচ, বেলশুঁঠা, মুথা, শুঁঠ ও ধনে এই ছয় খানি দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইলে মলের লাল ভাব, কোষ্ঠ বদ্ধতা, পেটবেদনাদির নাশ হয় আমের পরিপাক হয়, রক্তের সহিত ও জ্বরের সহিত অথবা জ্বর রহিত অতিসারকে নষ্ট করে। ৪০

বৃহৎ হ্রীবেরাদি পাচন।

হ্রীবেরাতি বিষা বিল্ব মুস্ত ধন্যাক
বৎসকং। সমঙ্গা ধাতকী লোধ্র বিশ্বং
দীপন পাচনং ॥ হন্ত্য রোচক পিচ্ছামং
বিবন্ধং সাতিবেদনং। স শোণিত
মতিসারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং ॥ ৪১

বালা, আতইচ, বেলশুঁঠা, মুথা, ধনে, কুরচিবৃক্ষের ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ ও শুঁঠ এই দশ খানি দ্রব্য তিন আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সুসিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে

পান করাইবে ইহাতে অগ্নির উদ্দীপন করে। আমকে পরিপাক করে। অরুচিকে, লালের মত আমকে, কোষ্ঠ বদ্ধতা, পেটের বেদনা, রক্তের সহিত ও জ্বরের সহিত বা জ্বর রহিত অতিসারকে নষ্ট করে। ৪১

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্ব-
ভেষজং। সমঙ্গাধাতকী লোধ্রং বিল্বং
দীপন পাচনং॥ হন্ত্যরোচক পিচ্ছামং
বিবন্ধং সাতিবেদনং। স শোণিত
মতীসারং সজ্বরং বাথবিজ্বরং॥ ৪২

বেণাতৃণের মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাহাক্রান্তা, ধাইফুল, লোধকাষ্ঠ ও বেলশুঁঠ এই নয় দ্রব্য প্রত্যেকে তিন আনা চারি রতি লইয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া লৌহযন্ত্রে ঈষৎ কুটিয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়ীতে দিয়া মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিবে যখন দেখিবে অর্দ্ধ পোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে তৎকালে হাঁড়ী হইতে ক্বাথকে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে সংস্থাপনানন্তর শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইবে ইহাতে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় এবং দোষ দূষ্যাদির সাম্যাবস্থা হয় ও অরুচি, লাল প্রায় আম, কোষ্ঠ বদ্ধতা, পেটবেদনা, রক্তনিঃসরণ জ্বরের সহিত বা জ্বর রহিত অতিসাররোগ নাশ হয়। ৪২

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি পাচন।

গুড়ূচ্যতিবিষা বিল্ব শুণ্ঠী ধন্যাব্দ বালকৈঃ। পাঠা ভূনিম্ব কুটজ চন্দনোশীর পদ্মকৈঃ। কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতিসার শান্তয়ে। হৃল্লাসারোচক ছর্দ্দি পিপাসা দাহ নাশনঃ॥ ৪৩

গুলঞ্চলতা, আতইচ, বেলশুঁঠা, শুঁঠ, ধনে, মুথা, বালা, আকনাদী, চিরাতা, কুরচিবৃক্ষের ছাল, রক্তচন্দন, বেণাতৃণের মূল ও পদ্মেরমূল অভাবে পদ্মফুল এই ত্রয়োদশ দ্রব্য প্রত্যেকে দুই আনা তিন রতি লইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ঈষৎ কুটিয়া পরে অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়ীতে রাখিয়া মৃদু জ্বালে অগ্নিতে সুসিদ্ধ করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া মাত্র থাকিবে তৎকালে হাঁড়ী হইতে ক্বাথকে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে শীতল হইলে উহা এক কাঁচ্চা পরিমাণে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে পান করাইলে জ্বরাতিসার, গা বমি-বমি, অরুচি, বমন, পিপাসা ও দাহ নাশ হয়। ৪৩

কুটজাবলেহ।

শতং কুটজমূলস্য শ্লক্ষ্ণং তোয়োর্ম্মণে পচেৎ। পাদশেষং সমাদায় ছানয়িত্বা পুনঃ পচেৎ॥ ঘনীভূতে প্রদাতব্যং

চূর্ণমেষাং ভিষগ্বরৈঃ। সৌবর্চ্চল যবক্ষার বিড় সৈন্ধব পিপ্‌পলী॥ ধাতকীন্দ্রযবাজাজী চূর্ণ মেষাং পলদ্বয়ং। শীতেচ মধুনশ্চাত্র পলমেকং প্রদাপয়েৎ॥ পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং স বেদনং। দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাং॥ ৪৪

কুরচিবৃক্ষের মূল ১০০ এক শত পল ঈষৎ লৌহযন্ত্রে কুটিয়া চৌষট্টি সের জলেতে সিদ্ধ করিবে যখন ষোল সের থাকিবে তখন নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে অনন্তর, পুনর্ব্বার ঐ কাথকে অগ্নিতে পাক করিবে যখন ঘনীভূত হইবে তৎকালে সাজিক্ষার চূর্ণ দুই তোলা যবক্ষার দুই তোলা, বিট্‌লবণের চূর্ণ দুই তোলা, সৈন্ধব লবণের চূর্ণ দুই তোলা, পিঁপুলের চূর্ণ, দুই তোলা, ধাইফুলের চূর্ণ দুই তোলা, ইন্দ্রযব চুর্ণ দুই তোলা জীরার চূর্ণ দুই তোলা সমুদায় দ্রব্য উক্ত ঘনীভূত কাথেতে দিয়া হাতা দ্বারা মিশ্রিত করিয়াই অবতারণ করিবে পরে উহাতে মধু এক পল অর্থাৎ আট তোলা দিয়া মিশ্রিত করিয়া নূতন হাঁড়ীতে বা উত্তম কাঁচ পাত্রে রাখিবে বৈদ্যশাস্ত্র মতে আট তোলায় এক পল হয় আট পলে অর্থাৎ চৌষট্টি তোলায় সের হয় এই সংখ্যানুসারে ১০০ পলেতে সাড়ে বারো সের হয়

উক্ত অবলেহ প্রাতে শুচি হইয়া অর্দ্ধ তোলা বা চারি আনা অথবা দুই আনা পরিমাণে ছাগ দুগ্ধের সহিত খাইলে পক্ক বা অপক্ক পেটের বেদনা যুক্ত, রক্তযুক্ত, জ্বরযুক্ত অতিসারকে নাশ করে এবং অনিবার্য্য গ্রহণী রোগকে ও প্রবাহিকাকে অর্থাৎ কোঁথ দেওয়া রোগকে নিবারণ করে। ৪৪

মহাভ্রবটী।

কর্ষসূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্যচ। ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বাব্যোষ চূর্ণং প্রদাপয়েৎ।। কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ নির্গুণ্ডী চিত্রকস্যচ। শ্বেতাপরাজিতা-য়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসস্তথা॥ মণ্ডূক-পর্ণ্যাঃ স্বরসস্তথা শক্রাশনস্যচ। স্বর-সোপিচ পর্ণস্য দেয়ঃ সূতেন সম্মিতঃ।। রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচ সম্ভবং। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং টঙ্গণ সম্ভবং॥ শুদ্ধে পাষাণপাত্রেচ ঘর্ষণীয়ং প্রযত্নতঃ। শুষ্ক মাতপসং যোগাৎ গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্।। কলায় সম্মিতামেকাং খাদেত্তাং প্রত্য-হংনরঃ॥ হস্তিকাসং তথাশ্বাসং বাত-

শ্লেষ্মভবাঃ রুজঃ। এতদ্বাজীকরং সিদ্ধং বল বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং॥ জ্বরেচৈবাতিসারেচ সিদ্ধ এষ প্রয়োগরাট্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতেত্র রসায়নং॥ চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠং সূতিকাতঙ্ক নাশনং। দধ্যন্নঞ্চ সদাপথ্যং প্রাহনাগার্জ্জুনো-মুনিঃ॥ ৪৫

শোধিত পারা দুই তোলা, শুদ্ধ গন্ধক দুই তোলা, ও অভ্রক ভস্ম দুই তোলা এই তিন খানি দ্রব্য অগ্রেতে পারাতে এবং গন্ধকেতে খলেতে মাড়িতে মাড়িতে কজ্জলী হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়ার ন্যায় হইবে, পরে উহাতে দুই তোলা অভ্রকে মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর উহাতে কেশুত্তের রস দুই তোলা, ভীমরাজের রস দুই তোলা, নিসিন্দার রস দুই তোলা, চিতাবৃক্ষের রস দুই তোলা, শ্বেত অপরাজিতার রস দুই তোলা, জয়ন্তী বৃক্ষের রস দুই তোলা, থানকুড়ী বৃক্ষের রস দুই তোলা, সিদ্ধি বৃক্ষের রস দুই তোলা, পানের রস দুই তোলা, মরিচের গুঁড়া দুই তোলা ও সোহাগার খই এক তোলা সমুদয় দ্রব্য একত্র করিয়া খলেতে মাড়িয়া রৌদ্রেতে শুখাইয়া মাস-কলাই প্রমাণ বটী করিবে। ঐ বটী প্রত্যহ প্রাতঃকালে একটী মাত্র খাইবে, ইহাতে কাশ রোগ, শ্বাসরোগ, বাতশ্লেষ্মা সম্ভব যাবতীয় রোগ নাশ হয়, এবং ইহাতে বীর্য্য বৃদ্ধি করে, শারীরিক বলের, শারীরিক অগ্নির ও

শারীরিক বর্ণের বৃদ্ধি করে, জ্বরেতে বা অতিসারেতে অথবা জ্বরাতিসারেতে সুপ্রসিদ্ধ এবং লোক বিখ্যাত, এই ঔষধটী প্রয়োগরাট্ অর্থাৎ প্রযোজ্য ওষধিদিগের মধ্যে রাজার ন্যায় উৎকৃষ্ট ইহার তুল্য শরীরকে নূতনকারক ঔষধি আর নাই। এই ঔষধি চাতুর্থক জ্বরেতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চাতুর্থক জ্বরকে স্পর্শ মাত্রই বিনাশ করে, এবং সূতিকারোগেতে যে আতঙ্ক হয় অর্থাৎ চম্‌কে চম্‌কে উঠে, সূতিকারোগের সহিত উহাকে বিনাশ করে, এই ঔষধি সেবন করাইয়া দধির সহিত অন্ন খাইতে দিবে, এই ঔষধটি নাগার্জ্জুন নামক মুনি কহিয়াছেন। ৪৫

কণকসুন্দর রস।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্‌পলী গগণং বিষং। কণকস্যচবীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥ মর্দ্দয়েদ্যাম মাত্রন্তু চণ মাত্রাবটীকৃতা। ভক্ষণাৎ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কণকসুন্দরঃ॥ অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রং অতিসারঞ্চ নাশয়েৎ। দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং যদ্বাতক্রৌদনং হিতং॥ ৪৬

শোধিত হিঙ্গুল, হিঙ্গুলকে অম্লবর্গ দ্বারা মাড়িয়া রৌদ্রে শুখাইবে তাহাতেই শুদ্ধ হয় অথবা ভেড়ার দুগ্ধেতে

মাড়িয়া রৌদ্রেতে শুখাইলে শুদ্ধ হয়, অম্লবর্গ আমড়া, চালিতা, অম্র, তেঁতুল, পাতিলেবু, গোঁড়ালেবু, টাবালেবু, আমরুলশাক, চুকোপালমশাক, কামরাঙ্গা, নোড়, পেয়ারা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই অম্ল দ্বারা বা যথা লাভ দ্রব্য দ্বারা একবার মাড়িয়া রৌদ্রে দিবে ও শুখাইবে এই প্রকার সাতবার করিলে হিঙ্গুল শুদ্ধ হয়।

শুদ্ধ হিঙ্গুল, মরিচ চূর্ণ, শুদ্ধ গন্ধক, পিপুলের চূর্ণ, অভ্র ভস্ম, শুদ্ধ বিষ ও কণকধুতূরা বীজ চূর্ণ এই সপ্ত দ্রব্য সিদ্ধির ক্বাথ দ্বারা এক প্রহর কাল পর্য্যন্ত মাড়িয়া ছোলার মত বটী করিবে। এই বটী প্রাতঃকালে ঘোলের সহিত খাইলে গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, ভয়ানক জ্বর, অতিসার ও জ্বরাতিসারকে নাশ করে ইহার পথ্য, দধির সহিত বা তক্রের সহিত অন্ন খাইতে দিবে। ৪৬

সারকৌমুদী।

* কারুণ্যসাগর রস।

রস ভস্মচ ভাগৈকং রসাদ্দ্বিগুণ গন্ধকং।
গন্ধকাদ্দ্বিগুণঞ্চাভ্রং নিশ্চন্দ্রং মর্দ্দয়ে-
ত্ততঃ দিনৈকং কটু তৈলেন রুদ্ধাচূল্ল্যাং
বিপাচয়েৎ॥ যামৈকং বালুকা যন্ত্রে
সমুদ্ধৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ। রসমারক মূলোত্থ
দ্রবৈর্যামং নিরুধ্যচ॥ পূর্ব্ববৎ পাচ-
য়েৎ চুল্ল্যাং সমাদায় বিমিশ্রয়েৎ।

দ্বিক্ষারং পঞ্চ লবণ বিষব্যোষাগ্নি
জীরকৈঃ ॥ বিড়ঙ্গতণ্ডুলৈর্যুক্তং নাম্না
কারণ্য সাগরং। ভক্ষয়েন্মাষ মাত্রঞ্চ
সন্নিপাতাতিসার নুৎ। জ্বরঞ্চ গ্রহণীং
হন্তি অনুপানং বিনারসঃ ॥ ৪৭

শুদ্ধ পারা এক তোলা, শুদ্ধ গন্ধক দুই তোলা ও শুদ্ধ জারিত অভ্র চারি তোলা এই তিন দ্রব্যকে খলেতে রাখিয়া মর্দ্দন করিবে যে পর্য্যন্ত পারার চিহ্ন অর্থাৎ পারার জ্যোতি দর্শন না হয় তাবৎকাল খল করিবে পরে শরিযার তৈল দ্বারা খলেতে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া ক্ষুদ্র ভাণ্ডে অথবা খুরী দুই খানিতে সম্পুট করিয়া মৃত্তিকা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা লেপ দিয়া শুকাইয়া পরে বালী যুক্ত হাঁড়ীর মধ্যে ঐ সম্পুট রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ শরা দিয়া বন্ধ করিবেক পরে উহাতেও মৃত্তিকা লেপ দিয়া শুকাইয়া উনুনেতে এক প্রহর মাত্র পাক করিয়া শীতল হইলে বাহির করিয়া মর্দ্দন করিবে। পরে কাঁটা নটে চিতা, মনসা বৃক্ষ, বেলেড়া, শুঁঠ, তিত্লাউ, আকন্দ, লা, গোক্ষুর বৃক্ষ, ঘৃতকুমারী, বনচাঁড়াল, ওল, সাঞ্চে; শাক, বননীলবৃক্ষ, কলাবৃক্ষ, কুঁচবৃক্ষ, নিসিন্দাবৃক্ষ, লাজুকলতা, ঘোষালতা, মালতীলতা, জয়ন্তীবৃক্ষ, বরাহ-ক্রান্তা, কুকসিমে, জলপিপুল, বিষলাঙ্গুলে, ছোটোকুক-সিমে, চাকুন্দে, গুলঞ্চমূল, গুড়কামাইবৃক্ষ, হাতী শুঁড়া

বৃক্ষ ও ভীমরাজবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষকে পারামারক বৃক্ষ কহে ইহাদিগের মধ্যে একটী দুটী তিনটী চারিটী বৃক্ষ আহরণ করিয়া ইহাদিগের মূলের রস দ্বারা সম্পুটস্থ দ্রব্যকে মিলাইয়া পূর্ব্ববৎ সম্পুট করিয়া এক প্রহর পাক করিবেক পরে নাবাইয়া শীতল হইলে সম্পুট খুলিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্য সকল বাহির করিয়া খলে সংস্থাপন করিয়া তাহাতে যবক্ষার, সাজীক্ষার, সৈন্ধব, পাঙা, কর্কচ, সামর ও বিটলবণ তিন দিন গোমূত্রে স্থাপিত ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া শুদ্ধ শৃঙ্গীবিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ, চিতার মূল, জীরা, বিড়ঙ্গের ছাল ও চৌদ্দ সংখিত উক্ত যবক্ষারাদি দ্রব্য এক তোলা পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে পরে এই কারুণ্যসাগর নামক ঔষধি এক মাসামাত্র খাইলে সন্নিপাত জন্য অতীসার, জ্বর ও গ্রহণীকে অনুপান ব্যতিরেকে নাশ করে। ৪৭

রসরত্নাকর।

ইতি আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহে জ্বরাতিসার অধ্যায় সমাপ্ত।



আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহম্।

তৃতীয়োভাগঃ।

অতিসার নিদানং।

গুর্ব্বতিস্নিগ্ধ রুক্ষোষ্ণ দ্রব স্থূলাতি-শীতলৈঃ। বিরুদ্ধাধ্যশনাজীর্ণৈরসাত্ম্যৈ-শ্চ রু ভোজনৈঃ। স্নেহাদ্যৈরতিযুক্তৈশ্চ মিথ্যাযুক্তৈর্ব্বিষৈর্ভয়ৈঃ॥ শোকাদ্দুষ্টাম্বু মদ্যাতিপানাৎ সাত্ম্যর্ত্তু পর্য্যায়াৎ॥ জলাভিরমণৈর্ব্বেগবিঘাতৈঃ ক্রিমিদোষ-তঃ॥ নৃণাং ভবত্যতিসারো লক্ষণং তস্য বক্ষ্যতে॥ সংশম্যাপাং ধাতুরন্তঃ কৃশানুং বর্চ্চোমিশ্রো মারুতেন প্রনুন্নঃ॥ বৃদ্ধোতীবাধঃ সরত্যেব যস্মাদ্ব্যাধিং ঘোরং তংত্বতীসার মাহুঃ॥ একৈ-কশঃ সর্ব্বশশ্চাপি দোষৈঃ শো-কেনান্যঃ ষষ্ঠ আমেন চোক্তঃ। কেচিৎ

প্রাহুর্নৈকরূপ প্রকারং নৈবেত্যেবং কাশীরাজস্ত্ববোচৎ ॥ দোষাবস্থাস্তস্য নৈকপ্রকারাঃ কালে কালে ব্যাধিতস্যোদ্ভবন্তি ॥ ১

গুরু দ্রব্য, শরীরস্থ অগ্নির অপরিপাচ্য দ্রব্য, অতি স্নিগ্ধ দ্রব্য, বাদাম, চিলগজা, মাটকড়াই, চীনদেশস্থ বাদাম প্রভৃতি দ্রব্য, রুক্ষ দ্রব্য, ভর্জ্জিত দ্রব্য এবং স্নেহরহিত দ্রব্য, উষ্ণ দ্রব্য, অর্থাৎ দেহের মধ্যস্থিত উদরকে উত্তপ্ত কারক চম্পক পুষ্পাক, শ্মশানধুম, সূর্য্যকিরণ, বিষাক্ত দ্রব্যের ঘ্রাণ, দূষিত মল মূত্রাদির ঘ্রাণ,মৃত পশ্বাদির ঘ্রাণ, দ্রব দ্রব্য, ইক্ষু রস, খর্জ্জুর রস, তাল রস, তরমুজ, ফুটী, প্রভৃতি অতি স্থূল দ্রব্য, বিলাতি কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, মান, প্রভৃতি অতি শীতল দ্রব্য, আতাফল, কমলালেবু, কামরাঙ্গা, প্রভৃতি বিরুদ্ধাহার, বহু ভোজন, অল্প ভোজন, অকাল ভোজন, অজীর্ণ, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক না হওয়া, অসাত্ম্য ভোজন, স্বীয় শরীরের অসুস্থ কারক দ্রব্য ভোজন, গুরু ভোজন, পরিমিতের আধিক্য, এবং ক্ষীরের সহিত মৎস্য মাংসাদি ভোজন, অতিযুক্ত স্নেহাদি অর্থাৎ দুগ্ধ ঘৃতাদি, অমিত ভোজন, মিথ্যাযুক্ত, ভোজনাসময়ে দুগ্ধাদি ভোজন, বিষ, হরিতাল, গোদন্ত, দারুমুচ, সর্পবিষ, শেঁকো, বিষবৎ লতাদি এবং মিশ্রিতে বিষবৎ দ্রব্য, ভয়, মরণাশঙ্কা, অন্য হইতে আঘাতাশঙ্কা, শোক, পুত্রকলত্রাদি বিনাশ জন্য এবং ধননাশ

জন্য ও আশা নাশ জন্য হৃদয়স্থ পদ্মের সংতপ্ত ভাব, দুষ্টাম্বু বৃক্ষ, মৃত পশু পক্ষ্যাদির ও মল মূত্রাদির সংযোগ জন্য ধূমায়ন প্রায় জল, ক্ষার জল, মদ্যাতি পান, পরিমিত মদ্যের অধিক পরিমাণে পান, সাত্ম্যার্ত্তু পর্য্যয়, বিধিকৃত নিয়ম ঋতুর বিপরীতরূপে প্রকাশ। জলাভিরমণ, জল সন্তরণ, অত্যন্ত স্নান, জলেতে সর্ব্বদা নিমগ্নভাব, বেগবিঘাত, বহির্গমনোন্মুখ মল মূত্রাছিঁকাদির রোধ করা এবং ইন্দ্রিয় প্রধান মনের স্বাভিলাষের নিবারণ করা, ক্রিমি দোষ, ক্রিমি কেঁচো মেটে উকুন প্রভৃতির কৃতবিকৃতি। এই সকল কারণ বশতঃ মানবদিগের এবং পশু পক্ষীদিগেরও অতিসার হয়, তাহার চিহ্ন কহিতেছি।

শরীরস্থ জলরূপ ধাতু, উক্ত কারণ বশতঃ বিকৃত হইয়া অর্থাৎ উত্তপ্ত হইয়া নাভিদেশস্থিত অগ্নিকে অর্থাৎ পট্‌পটী আকার স্থান হইতে চ্যুত অম্লরূপ জলকে নিস্তেজ করিয়া মল মূত্রের সহিত মিলিত হইয়াই অতিশয় বলবান হওত অপান বায়ু কর্ত্তৃক অধঃস্থানে অর্থাৎ গুহ্যদেশে চালিত হইয়া গুহ্য স্থান হইতে বাহিরে অত্যন্তই সরে অর্থাৎ নিঃসৃত হয়, উহাকেই অতিসার ব্যাধি কহে। এই ব্যাধি অত্যন্ত ভয়ানক অর্থাৎ দুঃসাধ্য।

এক এক দোষ হেতু অর্থাৎ বায়ু হেতু, পিত্ত হেতু, কফ হেতু ও সর্ব্বদোষ হেতু অর্থাৎ সান্নিপাত হেতু কথিত হয়, শোক হেতু ভিন্ন রূপে কথিত হয়, আম হেতু ছয়ের পূরণে কথিত হয়।

কোন কোন চিকিৎসকেরা এই ব্যাধিকে এক প্রকার কহেন না অর্থাৎ অনেক প্রকার কহেন।

কাশীরাজ নামক বৈদ্য অর্থাৎ ধন্বন্তরি, ঐ ব্যাধিকে নানা প্রকার কহেন না অর্থাৎ এক প্রকারই কহেন, কেন না সেই পীড়িত ব্যক্তির অর্থাৎ অতিসারি রোগীর সময়ে সময়ে দোষাবস্থাই অর্থাৎ বায়ুাদির অবস্থাই এক প্রকার হয় না অর্থাৎ নানা প্রকার হয়। ১

বায়ু জন্য অতিসারের পূর্ব্ব চিহ্ন।

হৃন্নাভি পায়ূদর কুক্ষি তোদগাত্রাব-
সাদানিল সন্নিরোধাঃ। বিট্সঙ্গআধ্মান-
মথাবিপাকো ভবিষ্যত স্তস্য পুরঃসরাণি॥ ২

অগ্রে পরিপাক ভাল হয় না অর্থাৎ ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ হয় না। পরে হৃদয় স্থান, গুহ্যদেশের মধ্যস্থান ও উদর এই সকল স্থানে যষ্টির আঘাতের ন্যায় পীড়া উপস্থিত হয়, সর্ব্বাঙ্গে অবসন্নতা অর্থাৎ কার্য্যকরণে মনের অপ্রবৃত্তি ভাব শরীরস্থ বায়ুর সম্যক রূপে শরীরে গমনাভাব বিষ্ঠার নিঃসৃতি না হওয়াতে উদরের আধ্মান অর্থাৎ পেট ফাঁপে। বায়ু জন্য ভাবি অতিসারের পূর্ব্ব চিহ্ন সকল কহিলাম। ২

জাত বায়ু জন্য অতিসারের চিহ্ন।

শূলাবিষ্টঃ সক্ত মূত্রোন্ত্রকূজোস্রস্তা-
পানঃ সন্নকট্যূরুজঙ্ঘঃ। বর্চ্চো মুঞ্চ-

ত্যক্সমল্পং সফেনং রুক্ষং শ্যাবংসানিলং
মারুতেন ॥ ৩

শূল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা হয়, মূত্র নিঃসৃত হয় না, আঁত ডাকে অর্থাৎ শব্দ করে, গুহ্যদেশের ক্রিয়া করণে শক্তি থাকে না, কটিদেশ ও উরুদেশ জঙ্ঘাতে বল হানি হয়, রোগী এতাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া ফেনার সহিত চিক্কণতা রহিত হরিদ্রা কৃষ্ণেতে মিলিত বর্ণ অপান বায়ু যুক্ত মলকে অল্পে অল্পে ত্যাগ করে। ৩

পিত্তাতিসারের লক্ষণ।

দুর্গন্ধ্যুষ্ণং বেগবন্মাংসতোয় প্রখ্যং
ভিন্নং স্বিন্নদেহোতিতীক্ষ্ণং। পিত্তাৎ
পীতং নীলমালোহিতম্বাতৃষ্ণামূর্চ্ছা
দাহ পাকজ্বরার্ত্তঃ ॥ ৪

রোগী ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া দুর্গন্ধ, উষ্ণ বেগ যুক্ত ধৌত মাংস জলের ন্যায় নীলবর্ণ, পীতবর্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ অতিবেগে জলেতে গোলিত মলকে ত্যাগ করে, তৃষ্ণা মূর্চ্ছা ও দাহ পকবৎ পীড়া জ্বর, ইহাতে রোগী পীড়িত হয় অর্থাৎ ক্লেশযুক্ত হয়। ৪

শ্লেষ্ম জন্য অতিসারের লক্ষণ।

তন্দ্রা নিদ্রা গৌরবোৎ ক্লেশসাদী বেগা-
শঙ্কীস্যষ্টবিট্ কোপিভূয়ঃ। শুক্লং সান্দ্রং

শ্লেষ্মণা শ্লেষ্মযুক্তং ভক্তদ্বেষী নিস্বনং
হৃষ্টরোমা ॥ ৫

তন্দ্রা, অর্থাৎ অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়ন, নিদ্রা, বাহ্যেন্দ্রিয় কর্ম্ম নিবৃত্তি, অঙ্গের ভার হওয়া, উপস্থিত বমন, যাহাকে গা-বমি-বমি কহে, এই কয়েক কারণ বশতঃ রোগী অবসন্ন হয়, রোগী ঘন, শ্বেতবর্ণ ও শ্লেষ্মাযুক্ত মলকে নিঃশব্দে ত্যাগ করিয়াও মলের বেগ পুনঃ পুনঃ আশঙ্কা করে অর্থাৎ গুহ্যের বহির্দ্দেশে মল বুঝি পতিত হইয়াছে, ইহাই আশঙ্কা করে। ঐ রোগীর রোম সকল খাড়া হইয়া উঠে এবং অন্নের উপর দ্বেষ হয় অর্থাৎ ভোজনীয় দ্রব্যে স্পৃহা থাকে না। ৫

সন্নিপাত জন্য অতিসারের লক্ষণ।

তন্দ্রাযুক্তো মোহসাদাস্য শোষী বর্চ্চঃ-
কুর্য্যান্নৈকবর্ণং তৃষ্ণার্ত্তঃ। সর্ব্বো-
দ্ভূতঃ সর্ব্বলিঙ্গোপপত্তিঃ কৃচ্ছ্রশ্চায়ং
বালবৃদ্ধেষ্বসাধ্যঃ ॥ ৬

তন্দ্রা, নয়ন অর্দ্ধ মুদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বদা থাকে, অজ্ঞান অর্থাৎ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর প্রদান করে না এবং বুঝিতেও পারে না, শরীরে সর্ব্বদা অবসন্নতা থাকে, মুখদেশে ও জিহ্বায় জলরহিত হওয়াতে সর্ব্বদা শুষ্কতা ভাব থাকে, এই রোগী জল পিপাসাতে

ন্তর হয় ও নানাবর্ণ অর্থাৎ কখন পীতবর্ণ কখন শ্বেতবর্ণ কখন রক্তবর্ণ কখন কৃষ্ণবর্ণ কখন বা মিশ্র-বর্ণ মল পরিত্যাগ করে। বাতাদিত্রয় মিলিত হইয়া কারণ হওয়াতে বাতাদিত্রয়ের চিহ্ন সকল মধ্যে মধ্যে প্রকাশ হয়। এই রোগটী বালক বা বৃদ্ধ নরেতে উৎপন্ন হইলে কষ্টেতে নাশ পায়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই রোগ বালক বা বৃদ্ধ ব্যক্তির শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রায়ই বিনাশ করিয়া থাকে। ৬

শোকোৎপন্ন অতিসারের লক্ষণ।

তৈস্তৈর্ভাবৈঃ শোচতোহল্পাশনস্য
বাষ্পোবেগঃ পক্তিমাবিশ্য জন্তোঃ।
কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়ন্ চাস্যরক্তং
তচ্চাধস্তাৎ কাকনন্তী প্রকাশং॥
বর্চ্চোমিশ্রং নিঃপুরীষংসগন্ধং নির্গন্ধং
বা সার্য্যতে তেন কোষ্ঠাৎ॥ শোকোৎ-
পন্নো দুশ্চিকিৎসোতিমাত্রং রোগো
বৈদ্যৈঃ কষ্ট এষপ্রদিষ্টঃ॥ ৭

মৃত ব্যক্তির শোকদ্যোতক শারীরিক সুশীলাদি ভাব দ্বারা শোচনকারী অর্থাৎ বিলাপকারী মানবের বাষ্পবেগ অর্থাৎ শোক জন্য উষ্মা প্রাণীর উদরেতে এবং পচন স্থানে অর্থাৎ অগ্নির আধারে প্রবেশ করত

রক্তকে চঞ্চল করে অর্থাৎ বিকৃত করে। সেই হেতু কোষ্ঠ হইতে অর্থাৎ পক্কাশয় হইতে কুঁচের ন্যায় দীপ্যমান বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত বা বিষ্ঠা রহিত গন্ধ যুক্ত অথবা গন্ধ রহিত গুহ্যদেশ হইতে অতিসরণ করে, বৈদ্য মহাশয়েরা এই শোকোৎপন্ন অতিসার রোগকে কষ্ট দায়ক এবং কষ্টেতে আরোগ্য করা যায়, ইহা কহেন। ৭

আমাতীসারের লক্ষণ।

আমাজীর্ণৈঃ প্রদ্রুতাঃ ক্ষোভয়ন্তঃ কোষ্ঠং দোষাঃ সম্প্রদুষ্টাঃ সভক্তং। নানাবর্ণং নৈকশঃ সারয়ন্তি কৃচ্ছ্রাজ্জন্তোঃ ষষ্ঠমেনং বদন্তি ॥ ৮

আম ধাতুতে অজীর্ণাবস্থা হেতু দূষিত বাতাদি সকল চলিত হইয়া ভুক্তের সহিত উদরকে বিকৃত করত অর্থাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্য ভাব প্রাপ্ত করত কষ্টেতে নানাবর্ণ অনেক বার অতিসার করায়। প্রাণীর এই অতিসারকে ষষ্ঠ সংখ্যক কহে। ৮

অপক্ক মলের লক্ষণ।

সংসৃষ্টমেভির্দোষৈস্তু ন্যস্তমপ্স্ববসীদতি পুরীষং ভৃশ দুর্গন্ধং বিচ্ছিন্নং চামসংজ্ঞিতং ॥ ৯

দুষ্ট বাতাদি কর্ত্তৃক মিলিত অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ বেছড়া বেছড়া এবং জলে পতিত হইলে মগ্ন হইয়া থাকে, এই পুরীষকে শাস্ত্রকারকেরা আমসংজ্ঞ অর্থাৎ অপক্ক কহিয়া থাকেন। ৯

পক্ক মলের লক্ষণ।

এতান্যেব তু লিঙ্গানি বিপরীতানি যস্য বৈ॥ লাঘবঞ্চ শরীরস্য তস্য পক্বং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১০

যে মলের উক্ত চিহ্ন সকল বিপরীত হইবে অর্থাৎ দুষ্ট বাতাদি কর্ত্তৃক মিলিত হইবে না, অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইবে না, ছিন্ন ভিন্ন হইবে না অর্থাৎ বেছড়া বেছড়া হইবে না এবং জলে পতিত হইলে মগ্ন হইয়া থাকে না অর্থাৎ জলে ভাসে, অতিসারি রোগীর শরীরের লাঘব হয় অর্থাৎ হাল্‌কা হয়, তাহার পুরীষকে অর্থাৎ মলকে শাস্ত্রকার-কেরা পক্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ ইহাকেই পক্ক বলেন। ১০

অসাধ্য অতিসারের লক্ষণ।

সর্পির্মেদোবেসবারাম্বু তৈল মাজং ক্ষীরং ক্ষৌদ্ররূপংস্রবেদ্বা। মঞ্জিষ্ঠাভং মস্তু লুঙ্গোপমংবা বিস্রং শীতং প্রেত গন্ধ্যঞ্জনাভং॥ রাজীমদ্বা চন্দ্রকৈঃ

সন্ততং বা পূয়প্রখ্যং কর্দ্দমাভং
তথোষ্ণং। হন্যাদেতদ্যং প্রতীপং
ভবেচ্চ ক্ষীণং হন্যুশ্চোপসর্গাঃ প্রভূতাঃ॥ ১১

ঘৃত, মেদ, ব্যঞ্জন, জল, তৈল, ছাগদুগ্ধ, মধু ইহার ন্যায় যদ্যপি গুহ্যদেশ হইতে গলিত হয় কিম্বা মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় অথবা দধিমণ্ডের ন্যায় কিম্বা আমগন্ধি, শীতল, শবের গন্ধ যুক্ত, কজ্জলের ন্যায় বর্ণ, নিরন্তর রেখাযুক্ত অথবা ময়ূর পুচ্ছের চন্দ্র কলাপের ন্যায় চন্দ্র কলাপ যুক্ত, পূযের ন্যায় অর্থাৎ পূযের ন্যায় দৃশ্যমান, কাদার মত, উষ্ণ স্পর্শ গুহ্যদেশ হইতে নিঃসৃত হয়, এই সকল প্রতিকুল চিহ্ন বলবান উপসর্গ, অর্থাৎ হিক্কা প্রভৃতি সকল বলহীন মানবকে নষ্ট করে। ১১

অপর অসাধ্যাতিসারের লক্ষণ।

অসম্বৃত গুদং ক্ষীণং দূরাধ্মাতমুপ-
দ্রুতং। গুদে পক্কে গতোষ্মাণমতিসার
কিণং ত্যজেৎ॥ ১২

যাহার গুহ্যদেশ আলুগা হইয়াছে অর্থাৎ পর্ব্বতের ঝর্ণার ন্যায় অনবরত জল নিঃসরণ করে, যাহার উদর বস্তি পর্য্যন্ত আধ্মাত হয় অর্থাৎ ঔষধ দ্বারা শান্ত না হইয়া বরং ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ স্ফীত হয়, গুহ্যদেশ পক্কব্রণের ন্যায় বেদনাযুক্ত অথচ উষ্ণতা রহিত অর্থাৎ স্পর্শ শীতল

যে রোগীর এই সকল লক্ষণ হয় এবং নিজে অত্যন্ত দুর্ব্বল অথচ হিক্কা শ্বাস, পিপাসা, দাহ ও তন্দ্রা প্রভৃতি যুক্ত, এতাদৃশ রোগীকে চিকিৎসক সকলে পরিত্যাগ করেন। ১২

অতিসারের নানা কারণ কথন।

শরীরিণা মতীসারঃ সম্ভুতো যেন কেনচিৎ। দোষাণামেবলিঙ্গানি কদাচিন্নাতি বর্ত্ততে ॥ স্নেহাজীর্ণ নিমিত্তস্ত্ব বহু শূল প্রবাহিকঃ। বিসূচিকা নিমিত্তস্ত্ব চান্যো জীর্ণ নিমিত্তজঃ ॥ বিষার্শঃ ক্রিমি সম্ভূতো যথাস্বং দোষ লক্ষণঃ ॥ আম পক্ক ক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়ায়তঃ। অতঃ সর্ব্বাতিসারাস্তুজ্ঞেয়াঃ পক্কাম লক্ষণৈঃ ॥ ১৩

দেহধারিদিগের অতিসার যে কোন কারণ বশত উৎপন্ন হয়, কিন্তু বাতাদির চিহ্ণ সকলকে কখন লঙ্ঘন করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই অতিসারের কারণ অতিসার জন্মাইবার সমকালীনই বাতাদিকে দুষিত করে অর্থাৎ বিকৃত করে। ঘৃতাদির অজীর্ণ জন্য অতিসার উৎপন্ন হইলে অতিশয় শূলবিদ্ধের ন্যায় পীড়া এবং অত্যন্ত প্রবাহিকা হয় অর্থাৎ সর্ব্বদা গুহ্যদেশে কোঁৎ দিতে মনের প্রবৃত্তি হয়। বিষ জন্য, অর্শরোগ জন্য ও ক্রিমি জন্য অতিসার হইলে বিষের, অর্শের ও ক্রিমির চিহ্ন প্রকাশ করে

অর্থাৎ যে যে বিষ,যে যে অর্শরোগ ও যে যে ক্রিমি রোগ যে দোষকে দূষ্য করে তাহারই লক্ষণ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য হয়। যে হেতু অতিসার রোগেতে আম পক্কের ক্রম অর্থাৎ ভেদ পরিত্যাগ করিয়া অন্য ক্রিয়া নাই, তজ্জন্য সকল অতিসারেতেই আম অর্থাৎ অপক্ক পক্ক অর্থাৎ পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত এই দুইটীকে বিশেষরূপে জানিবে।১৩

অতিসার চিকিৎসার ক্রম।

তত্র লঙ্ঘনমেবাদৌ পূর্ব্ব রূপেষু দেহিনাং। ততঃ পাচন সংযুক্তং যবাগ্বাদি ক্রমোহিতঃ॥ অথবা বাময়িত্বাতু শূলাধ্মানানিপীড়িতং। পিপ্পলী সৈন্ধবা ম্ভোভির্লঙ্ঘনাদ্যৈরুপাচরেৎ॥ কার্য্যঞ্চ বমনস্যান্তে প্রায়শো লঘু ভোজনং॥ খড়যূষ যবাগূষু পিপ্পল্যাদ্যৈব যোজয়েৎ॥ অনেনবিধিনা চামং যস্যবৈ নোপশাম্যতি। হরিদ্রাদি বচাদিম্বা পিবেৎ প্রাতঃ সমানবঃ॥ আমাতিসারিণাং কার্য্যং নাদৌ সংগ্রহণং নৃণাং॥ তেষাং দোষা বিবদ্ধাঃ প্রাগ্‌জনয়ন্ত্যাময়ানিমান্ প্লীহ পাণ্ডাময়ানাহমেহ কুষ্ঠোদরজ্বরান্

শোথ গুল্মগ্রহণ্যর্শঃ শূলালসক হৃদ্
গ্রহান্ ॥ ১৪

মানবদিগের অতিসার রোগের অব্যক্ত লক্ষণ হইলে অগ্রেতে লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ উপবাস করাইবে। অনন্তর পাচন সংযুক্ত যবের মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে, এই ক্রমই অর্থাৎ এই নিয়মই হিতকর অর্থাৎ মঙ্গল জনক কিম্বা শূল আধ্মানেতে পীড়িত ব্যক্তিকে অগ্রে বমন করাইয়া লঙ্ঘন করাইবে পরে পিপুল সৈন্ধবের ক্কাথের সহিত যবাগু প্রভৃতি পথ্য দিবে। বমনের অন্তেতে প্রায়ই লঘু অর্থাৎ অল্প সময় পাকি দ্রব্য পথ্য দিবে। খড়যূষেতে যবাগু প্রভৃতিতে পিপ্পল্যাদি পাচন যোগ করিয়া পথ্য দিবে। এই ক্রিয়া করিলে যাহার আম পরিপাক না পায় সেই ব্যক্তি হরিদ্রাদি পাচন বা যবাদি পাচন প্রাতঃকালে পান করিবে। আমাতিসারিদিগের অগ্রেতে সংগ্রহ করিবেক না অর্থাৎ মল নিঃসরণের রোধ কারক ঔষধি দিবে না, কেন না সংগ্রহ কারক ঔষধি প্রদানে রোগীদিগের বাতাদি প্রভৃতি সকল, বিশেষরূপে উদরে বদ্ধ হইয়া প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, কোষ্ঠবদ্ধ, মেহ, কুষ্ঠ, উদর, জ্বর, শোথ, গুল্ম গ্রহণী, অর্শঃ, শূল, অলস, হৃদগ্রহ, এই সকল রোগ উৎপাদন করে। ১৪

পিপ্পল্যাদি পাচন।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূল চব্য চিত্রক

শৃঙ্গবের মরিচ হস্তিপিপ্‌পলী হরেণু-
কৈলাজমোদেন্দ্রযব, পাঠা জীরক
শর্ষপ মহানিম্বফল হিঙ্গু ভার্গী মধুরসা
তিবিষা বচা বিড়ঙ্গানি কটুরোহিণা
চেতি।
পিপ্‌পল্যাদি কফ হরঃ প্রতিশ্যায়ানিলা
রুচীঃ॥ নিহন্যাদ্দীপনো গুল্ম শূলঘ্ন
শ্চাম পাচনঃ॥ ১৫

পিপুল, পিপুল মূল, চই, এরণ্ড মূল, আদা, মরিচ, গজপিপুল, রেণুক নামক গন্ধ দ্রব্য, এলাইচ, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, শরিষা, মহানিম্বফল, হিঙ্, বামুনহাটী, মুর্ব্বালতা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী।

পিপ্‌পল্যাদি পাচন কফ নষ্ট করে, প্রতিশ্যায় অর্থাৎ মুখ, নাসিকা ও নয়ন হইতে জল নিঃসরণ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম ও শূল নষ্ট করে, আমকে পরিপাক করে এবং অগ্নি-দীপ্তি কারক। ১৫

বচাদি পাচন।

বচা মুস্তাতিবিষাভয়া ভদ্রদারুণি নাগ-
কেশরঞ্চেতি॥ ১৬

বচ, মুথা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু-ছাল, নাগেশ্বর পুষ্প। ১৬

হরিদ্রাদি পাচন।

হরিদ্রা দারুহরিদ্রা কলসী কুটজ বীজানি মধুকঞ্চেতি॥ ১৭

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, রম্ভাশাক, ইন্দ্রযব ও জ্যৈষ্ঠমধু। ১৭

এতৌ বচা হরিদ্রাচ গণৌ স্তন্য বিশোধনৌ। আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥ ১৮

এই বচ হরিদ্রাদিগণ স্তনজাত রোগকে এবং স্তনজাত দুগ্ধকে শোধন করে এবং আম জন্য অতিসারকে নষ্ট করে, বিশেষরূপে বাতাদি দোষকে নষ্ট করে অর্থাৎ বাতাদিকে সহজাবস্থাতে প্রাপ্তি করায়। ১৮

সর্ব্ব পাচনের নিয়ম।

তোলক দ্বয়মেবঞ্চ সংগৃহ্য ক্বাথ্যমেবচ। দত্ত্বাতু ষোড়শ জলং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং॥ অগ্নিনা কাষ্ঠ জাতেন করীষেণ তথা পুনঃ। অলাত সম্ভবেনাপি সম্পাচ্যং স্থিরবুদ্ধিভিঃ॥ ১৯

কাষ্ঠজাত বন বা গ্রাম সম্ভব ঘুটে হইতে জাত অথবা কয়লা হইতে উদ্ভূত অগ্নিতে স্থালী স্থাপন করিয়া উহাতে ক্বাথ্য দ্রব্য দুই তোলা দিবে, জল তাহাতে ষোল

গুণ দিবে পরে জ্বাল দিয়া যখন পাদাবশেষ থাকিবে তখন হাঁড়ী নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে পরে কাচ পাত্রে বা প্রস্তর পাত্রে রাখিয়া রোগীকে দুইবারে বা চারিবারে অথবা আটবারে পান করাইবে। ১৯

মাত্রার বিধি কথন।

বয়স্থানাং নরানাঞ্চ যুবতীনাং তথৈবচ। বালানাং বৃদ্ধ ভীরূণাং কৃশানাঞ্চ তথৈবচ॥ মাত্রা প্রযোজ্যা বিধিবৎ সমীক্ষ্যচ বলাবলং। সমস্ত ধাতু দোষাণাং নাড়ীনাঞ্চ তথৈবচ॥ এতদ্বুদ্ধিমতাকার্য্যং নোচেদ্রোগী বিনশ্যতি। পূর্ণাগ্নি বলবীর্য্যস্য মাত্রা পূর্ণা বিধীয়তে॥ মধ্যমে মধ্যমা মাত্রা হীনে হীনা মতাবুধৈঃ। কিমেবং কথ্যতে বৎস মাত্রৈব প্রাণ দায়িনী॥ মাত্রাজ্ঞানবিহীনো যঃ স এব প্রাণ নাশক॥ ২০

বয়স্থ মানব, যুবতী নারী, বালক, বৃদ্ধ, ভীত ব্যক্তি দুর্ব্বল ব্যক্তি ইহাদিগের রস রক্তাদি ধাতু সকলের এবং বাতাদির ও নাড়ীদিগের বল বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়া পাচনের বা ঔষধের মাত্রা প্রয়োগ করিবেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই এই কর্ম্মটী অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা না

করিলে রোগী বিনাশকে প্রাপ্ত হয়। যাহার শরীরেতে অগ্নি বল বীর্য্য পরিপূর্ণ আছে তাহার প্রতি পূর্ণমাত্রা প্রয়োগ করিবে। যাহাতে মধ্যম অগ্নি বল বীর্য্য আছে তাহার প্রতি মধ্যম মাত্রা প্রয়োগ করিবে। যাহাতে অগ্নি বল বীর্য্য হীন হইয়াছে অর্থাৎ অত্যন্ত কম হইয়াছে, তাহার প্রতি পাচনের বা ঔষধের মাত্রা অত্যন্ত হীন করিয়া প্রয়োগ করিবে, ইহা পণ্ডিত মহাশয়েরা কহেন। হে বৎস ! তোমাকে আমি কি আর বেসি কহিব, মাত্রাই জীবের প্রাণ দান করে মাত্রাজ্ঞান রহিত যে ব্যক্তি হন, তিনিই প্রাণের নাশকর্ত্তা হয়েন। ২০

প্রকারান্তরে অতিসারের লক্ষণ ও প্রতীকার।

সশূলং বহুশঃ কৃচ্ছ্রাদ্বিবন্ধং যোতি-
সার্য্যতে। দোষান্ সন্নিচিতান্ বাথ
পথ্যাভিঃ সংপ্রবর্ত্তয়েৎ ॥ ২১

যে ব্যক্তি শূলের সহিত অর্থাৎ পেট বেদনার সহিত কষ্টেতে অনেকবার বিবন্ধ অর্থাৎ অল্প অল্প ভাষাতে একটু একটু অতিসার করে অত্যন্ত বদ্ধ বাতাদিকে হরিতকী সমূহ দ্বারা প্রবর্ত্ত করাইবে অর্থাৎ বহিষ্কার করাইবে। ২১

প্রকারান্তরে অতিসার লক্ষণ ও প্রতীকার।

যোতি দ্রবং প্রভূতঞ্চ পুরীষমতি
সার্য্যতে। তস্যাদৌ বমনং কুর্য্যাৎ
পশ্চাল্লঙ্ঘন পাচনং ॥ ২২

যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে অতি তরল মল অতিসার করে অর্থাৎ জলবৎ মল ত্যাগ করে তাহাকে অগ্রে বমন দ্রব্য দ্বারা বমন করাইবে পরে লঙ্ঘন দিয়া পাচন দিবে। ২২

প্রকারান্তরে অতিসার কথন ও প্রতীকার।

স্তোকং স্তোকং বিবন্ধম্বা সশূলং
যোতিসার্য্যতে। অভয়া পিপ্পলীকল্কৈঃ
সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ ॥২৩

যে ব্যক্তি শূলের সহিত বদ্ধ মলকে অল্প অল্প অতিসার করে হরীতকী পিপুলের কল্ক অর্থাৎ হরীতকী পিপুল শিলাতে বাটিয়া কাদা মত করা উহা অল্প উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা রোগীকে বিরেচন করাইবে। ২৩

অতিসার নাশক যোগ কথন।

আমেচ লঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেববা। যোগাশ্চাত্র প্রবক্ষ্যন্তে স্বামাতীসারনাশনাঃ ॥ দেবদারু বচামুস্ত নাগরাতি বিষাভয়াঃ। কলিঙ্গাতি বিষাহিঙ্গু সৌবর্চ্চল বচাভয়াঃ ॥ অভয়াধান্যকং মুস্তং বালকং বিল্বমেবচ। মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী বচাচাতি

বিষাভয়াঃ ॥ অভয়াচাতিবিষাহিঙ্গু বচাসৌবর্চ্চলং তথা। চিত্রকং পিপ্পলী মূলং বচাকটুকরোহিণী ॥ পাঠাবৎসক বীজানি হরীতকী মহৌষধং। মূর্ব্বানির্দ্দ-হনী পাঠাত্র্যূষণং গজপিপ্লী ॥ সিদ্ধার্থকা ভদ্রদারু শতাহ্বা কটুরোহিণী। এলাসাবরকং কুষ্ঠং হরিদ্রে কৌটজাযবাঃ॥ মেষশৃঙ্গী ত্বগেলেচ কৃমিঘ্নং বৃক্ষ-কাণিচ। বৃক্ষাদনী বীরতরু বৃহত্যৌদ্বে সহে তথা॥ এরণ্ডত্বক্‌চ তৈন্দুকী দাড়িমী কৌটজী শমী। পাঠা তেজোবতী মুস্তং পিপ্পলী কৌটজং ফলং॥ পটোল দীপ্যকোবিল্বং হরিদ্রে দেবাদারুচ। বিড়ঙ্গমভয়া পাঠাশৃঙ্গবেরং ঘনং বচা ॥ বচাবৎসকবীজানি সৈন্ধবং কটুরোহিণী। হিঙ্গুবৎসক বীজানি বচাবিল্বং শলাটুচ ॥ নাগরাতি বিষামুস্ত পিপ্পল্যো বাৎসকং ফলং ॥ মহৌষধং প্রতিবিষা মুস্তং চেত্যামপাচনাঃ॥ প্রযোজ্যাঃ বিংশতির্যোগাঃ শ্লোকার্দ্ধ বিহিতাস্ত্বিমে।

ধান্যাম্লোষ্ণাম্বুমদ্যানাং পিবেদন্যতমেন বা ॥ নিঃক্বাথ্যান্ বাপিবেদেষাং সুখোষ্ণান্ সাম্বুসাধিতান্। নিখিলেনোপদিষ্টোয়ং বিধিরামোপশান্তয়ে ॥ ২৪

অর্দ্ধ শ্লোকেতে পা ন কথন।

অতিসারের অপক্কাবস্থাতে অগ্রেতে লঙ্ঘনই প্রশস্ত অর্থাৎ শরীর সুখকারক অথবা পাচন পান করাইবে। তজ্জন্য আমাতিসার নাশক যোগ সকল বিশেষরূপে কহিব।

১ যোগ কথনের ভাষা।

দেবদারুর ছাল, বচ, মুথা, শুঠ, আতইচ, হরিতকী এই ছয়খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ।/২ পাঁচ আনা দুই রতি মোট পরিমাণে দুই তোলা লইয়া জল অর্দ্ধ সের দিবে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাকে তিন ঘণ্টা অন্তরে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে আমাতিসার নাশ পায়।

২ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

ইন্দ্রযব, আতইচ, হিঙ্, সাজিক্ষার, বচ, হরীতকী বীজ ফেলিয়া লইবে এই ছয়খানি দ্রব্য মিলিতে দুই তোলা পরিমাণে লইবে ইহার প্রত্যেকের পরিমাণ পাঁচ আনা দুই রতি মাত্র ঐ ছয়খানি দ্রব্য অর্দ্ধ সের জল দিয়া

হাঁড়ীতে সিদ্ধ করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তখন নামাইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর এক চাম্‌চে কাঁজির সহিত বা গরম জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে আমাতিসার নাশ হয়।

৩ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

হরিতকী, ধনে, মুথা, বালা, বেলশুঁঠা এই পাঁচ খানি দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা ২ রতি সমস্ত মিলিতে পরিমাণ দুই তোলা অৰ্দ্ধ সের জল হাঁড়ীতে দিয়া উক্ত দ্রব্য সকল সিদ্ধ করিবে যখন উত্তম ক্কাথ নির্গত হইবে এবং অর্দ্ধ পোয়া পরিমিত থাকিবে তৎকালে হাঁড়ীকে নামাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া পাত্রে রাখিয়া তিন ঘণ্টা অন্তরে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত এক চাম্‌চে পরিমাণে পান করিবে ইহাতে আমাতিসার নাশ হয়।

৪ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, বচ, আতইচ, হরীতকী এই ছয়খানি দ্রব্য ।/২ পাঁচ আনা দুই রতি পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া হাঁড়ীতে অর্দ্ধ সের জল দিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পরে শীতল হইলে প্রত্যেক অংশ তিন ঘণ্টা অন্তরে উহাকে দশ ভাগ করিয়া কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

৫ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

হরীতকী, আতইচ, হিং, বচ, সাজ্জিক্ষার অভাবে

স্বচ্ছ সৈন্ধব লবণ এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রত্তি করিয়া লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে হাঁড়ীতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া উহাকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর কাঁজির বা উষ্ণ জলের অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে রোগী আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

৬ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

এরণ্ড মূল, পিপুলমূল, বচ ও কটুকী এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ মুদ্রা পরিমাণে লইয়া শিলাতলে বা লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্রে কুটিয়া হাঁড়ীতে অর্দ্ধ সের জল দিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে উহাকে আট অংশ করিয়া প্রত্যেক অংশ তিন ঘণ্টা অন্তরে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে মানব, আমাতিসার হইতে মুক্ত হয়।

৭ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

আকনাদি, ইন্দ্রযব, হরীতকী, শুঁঠ এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ মুদ্রা পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া হাঁড়ীতে অর্দ্ধসের জলেতে প্রদান করিয়া মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে যখন দেখিবে যে অর্দ্ধ পোয়া মাত্র অবশিষ্ট আছে তৎকালে চুলাহইতে হাঁড়ী নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রে রাখিয়া উহা আট অংশে বিভক্ত করিবে পরে প্রত্যেক অংশ তিন ঘণ্টা অন্তর কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করিলে নরদেহী নিজশরীরজাত আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

৮ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

মূর্ব্বা, মূর্ব্বাভেদ, আকনাদী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও গজপিপুল এই সপ্ত দ্রব্য।৩ চারি আনা তিন রতি প্রত্যেকে লইয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাগাইয়া শীতল হইলে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত ২ তোলা বা ১ তোলা পরিমাণে তিন ঘন্টার অন্তরে পান করাইলে মানব আমাতিসার রোগ হইতে মুক্তি হয়।

৯ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

শ্বেত সরিষা, দেবদারু বৃক্ষের ছাল, শুল্ফ শাক, অভাবে শুলফ বীজ ও কটুকী এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া চুলাতে হাঁড়ীর মধ্যে অর্দ্ধ সের জলের সহিত স্থাপন করিয়া মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিবেক যখন দেখিবেক অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট তৎকালে চুলা হইতে হাঁড়ী নামাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে রোগীকে দুই তোলা পরিমাণে বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা অন্তরে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১০ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

গুজরাটী এলাইচ, লোধবৃক্ষের ছাল, কুড়বৃক্ষের মূল, হরিদ্রাবৃক্ষের মূল, দারুহরিদ্রা কাষ্ঠ, কুড়চিবৃক্ষের মূলের ছাল অভাবে বৃক্ষেরছাল ও যব এই সপ্ত দ্রব্য চারি আনা তিন রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত

হাঁড়ীতে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে মানব আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১১ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

মেঢ়াশিঙে, দারচিনি, ছোট এলাইচ, বিড়ঙ্গ ও কুরচি গাছের ছাল এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়ীতে স্থাপনানন্তর অগ্নিতে মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ হয়।

১২ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

অম্রাদি বৃক্ষের উপরে স্বয়ং উৎপন্ন হয় তাহাকে বাঁদা বৃক্ষ কহে ঐ বাঁদা, অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, মুগানীলতা, মাষানীলতা এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া জল অর্দ্ধ সেরের সহিত হাঁড়ীতে রাখিয়া পরে অগ্নিতে মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা

মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী শরীরোৎপন্ন আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১৩ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

এরণ্ড বৃক্ষের ছাল, গাব বৃক্ষের ছাল, দাড়িম বৃক্ষের ছাল, কুরচী বৃক্ষের ছাল, শাঁইবাবলা বৃক্ষের ছাল এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়িতে রাখিয়া মৃদু জ্বালে অগ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া রোগীকে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে মানব, আমাতিসার রোগ হইতে সুস্থ হয়।

১৪ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

আকনাদী, গজপিপুল, মুথা, পিপুল ও ইন্দ্রযব এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে ছয় আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়িতে রাখিয়া অগ্নিতে পাক করিবে যখন অর্দ্ধ পোয়া থাকিবে তৎকালে নাবাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে যখন শীতল হইবে তৎকালে উহা দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী আমাতিসার রোগ হইতে সুস্থ হয়।

১৫ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

পটোলফল, যবানী, বেলশুঁঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও

দেবদারু বৃক্ষের ছাল এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত হাঁড়িতে রাখিয়া অগ্নিতে মৃদু জ্বালে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী কথিত রোগ হইতে সুস্থ অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করে।

১৬ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

বিড়ঙ্গ, হরিতকী, আকনাদী, আদা, মুথা ও বচ এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১৭ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

বচ, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ ও কটুকী এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধ সের জলের সহিত পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে তিন ঘণ্টা অন্তর রোগীকে দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত

বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১৮ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

হিঙ, ইন্দ্রযব, বচ ও কাঁচাবেল এই চারি দ্রব্য অৰ্দ্ধ তোলা পরিমাণে প্রত্যেকে লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে যখন শীতল হইবে তৎকালে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত বা উষ্ণজলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইলে রোগী উক্ত রোগ হইতে মুক্ত হয়।

১৯ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

শুঁঠ, আতইচ, মুথা, পিপুল ও কুরচিবৃক্ষের ফল এই ছয় দ্রব্য পাঁচ আনা দুই রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে রোগীকে তিন ঘণ্টা অন্তর দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত পান করাইবে ইহাতে রোগী এই রোগ হইতে মুক্ত হয়।

২০ প্রকারান্তরে যোগ কথনের ভাষা।

শুঁঠ, আতইচ ও মুথা এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে দশ আনা চারি রতি লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া শীতল হইলে উহা দুই তোলা বা এক তোলা পরিমাণে লইয়া

কাঁজির সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা মদ্যের সহিত রোগীকে তিন ঘন্টা অন্তর পান করাইলে মানব আমাতিসার রোগ হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ আরোগ্যরূপ শান্তি লাভ করে। ২৪

ইতি সুশ্রুতে।

হরীতকীমতি বিষাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বচাং। পিবেৎসুখাম্বুনা জন্তু রামাতিসার পীড়িতঃ॥ পটোলং দীপ্যকং বিল্বং বচা পিপ্পল নাগরং। মুস্তং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গঞ্চ পিবেদ্বাপিসুখাম্বুনা॥ শৃঙ্গবেরং গুড়ূচীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা। লবণান্যথ পিপ্পল্যো বিড়ঙ্গানি হরিতকী॥ চিত্রকং শিংশপা পাঠা শার্ঙ্গষ্টা লবণানিচ। হিঙ্গু বৃক্ষক বীজানি লবণানিচ ভাগশঃ॥ হস্তিদন্ত্যথপিপ্পল্যঃ কল্কাবক্ষসমৌ স্মৃতৌ। বচা গুড়ূচীকাণ্ডানি যোগোয়ং পরমোমতঃ॥ এতে সুখাম্বুনা যোগাদেয়াঃ পঞ্চ সতাং মতাঃ॥ ২৫

হরিতকী, গোময়সিদ্ধ, আতইচ, হিঙ্ ও সাজ্জিক্ষার অভাবে স্বচ্ছ লবণ এই সমস্ত মিলিত ষাট্সিক্কা সের হিসাবে সিক্কা ওজনে ১॥০ ভরি লইবে উহা শিলাতে পিষিয়া কাদার মত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ছয় বারেতে এক সিকি পরিমাণে নির্ম্মল জলের সহিত খাইলে আমাতিসার নাশ হয়।

পটোলফল, বনযোয়ান, বেলশুঁঠা, বচ, পিপুল, শুঁঠ, মুথা, কুড় ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত মিলিত দেড় তোলা লইয়া শিলাতলে পিষিয়া কাদার মত করিয়া ছয় ভাগ করিবে উহা নির্ম্মল জলের সহিত ২ ঘণ্টা অন্তর ছয়বার খাইলে আমাতিসার নাশ হয়।

আদা, গুলঞ্চেরডাঁটা, সৈন্ধব, পিপুল, বিড়ঙ্গ ও হরিতকী এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দেড় তোলা লইয়া শিলাতলে পিষিয়া কাদার মত করিয়া ছয় ভাগ করিবে পরে ২ ঘণ্টা অন্তর উষ্ণ জলের সহিত এক ভাগ খাইলে আম জন্য অতিসার নাশ হয়।

এরণ্ডমূল, শিশুবৃক্ষের ছাল, আকনাদী, শার্ঙ্গষ্টা নাম্নী লতা, সৈন্ধব, হিঙ ও ইন্দ্রযব এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দেড় তোলা লইয়া শিলাতলে পিষিয়া কাদার মত করিবে পরে উহাকে ছয় ভাগ করিবে অনন্তর এক ভাগ নির্ম্মল জল দ্বারা ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে আমাতিসার নাশ হয়।

নাগদনা, পিপুল, বচ ও গুলঞ্চের ডাঁটা এই সমস্ত মিলিত দেড় তোলা লইয়া শিলাতলে উত্তমরূপে পিষিয়া কাদার মত করিয়া পরে উহাকে ছয় খণ্ড করিবে

উহার একভাগ নির্ম্মল জল দ্বারা ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে আমাতিসার নাশ হয়। ২৫

পয়স্যুৎক্বাথ্য মুস্তানাং বিংশতিংত্রি গুণাম্ভসি। ক্ষীরাবশিষ্টং তৎপীতং হন্ত্যামং শূলমেবচ॥ নিবৃত্তে শ্বাস শূলেষু যস্যন প্রগুণোনিনঃ। স্তোকং স্তোকং রুজামচ্চসশূলং যোতিসার্য্যতে॥ সক্ষার লবণৈর্যুক্তং মন্দাগ্নিঃ প্রপিবেৎ ঘৃতং। ক্ষীর নাগর চাঙ্গেরী কোলদধ্যম্লসাধিতং॥ সর্পিরচ্ছংপি বেদ্বাপি শূলাতীসারশান্তয়ে। দধ্না তৈল ঘৃতং পক্কং সব্যোষ জাতিচিত্রকৈঃ॥ সবিল্বপিপ্পলীমূল দাড়িমৈর্ব্বা রুগন্বিতৈঃ। নিখিল বিধি রুক্তোযংবাতশ্লেষ্মোপশান্তয়ে॥ ২৬

গাবী দুগ্ধ এক পোয়া, মুথা ২০ টা ও জল ⁄৩০ তিন পোয়া এই সমুদয় দ্রব্য মৃত্তিকার পাত্রে রাখিয়া পরে চুলাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উহাতে দ্রব্যযুক্ত মৃৎপাত্রকে সংস্থাপন করিয়া মৃদু মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবে যখন জল সমুদয় অবশেষ হইয়া দুগ্ধ মাত্র আছে তৎকালে

ঝটিতি পাত্র চূলা হইতে নাবাইয়া দুগ্ধকে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে পরে ঐ এক পোয়া দুগ্ধ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তর আটবারে পান করিলে আম এবং শূলবেদনা বিনাশ পায়।

আম জন্য বেদনা নিবৃত্ত হইলে যাহার উদরস্থ বায়ু, স্বাভাবিক গুণাবলম্বী না হয়। এবং পেটেতে বেদনাযুক্ত হইয়া কণ্‌কণানি বেদনা সহিত অল্প অল্প অতিসার করে সেই মন্দাগ্নি ব্যক্তি, উত্তম গাবী ঘৃত ২ তোলা ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ দুই আনা যবক্ষার ও দুই আনা সৈন্ধব দিয়া পান করিলে পেট বেদনার সহিত অতিসার হইতে মুক্ত হয়।

ঘৃত /১ সের দুগ্ধ /১ সের শুঁঠের কল্ক ।॰ এক পোয়া আমরুলশাকের রস, কুলের ক্বাথ ও অম্লদধি সমুদয় মিলিত /১সের ঘৃতাদি সমুদয় দ্রব্য, মৃৎপাত্রে রাখিয়া পরে চূলাতে অগ্নিকে জ্বালিত করিবে অনন্তর ঐ মৃৎপাত্র, চূলাতে বসাইয়া ধীরে ধীরে পাক করিবে যখন দেখিবে যে এক সের ঘৃত মাত্র আছে তৎকালে পাত্র নাবাইয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা সাবধানে ছাঁকিয়া ঘৃত, পাত্রান্তরে রাখিবে ঐ ঘৃত ২ তোলা প্রাতে এবং সায়ংকালে ২ তোলা পান করিলে এক দিবসে বা দুই তিন দিবসেতে অত্যন্ত কণ-কণানিযুক্ত অতিসার হইতে মুক্ত হয়।

ঘৃত /১সের, অম্লরসদধি /১ সের, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতিপুষ্প অভাবে জাতিলতা, এরণ্ডমূল, বেলশুঁঠা, পিপুলমূল, দাড়িমফলের ছাল ও কুড়বৃক্ষের মূল এই সমস্ত

দ্রব্য মিলিত /।০ এক পোয়া লইয়া মৃৎপাত্রে সংস্থাপন করিবে পরে চুলাতে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া চুলাতে ঐ মৃৎপাত্র রাখিয়া ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে যখন দেখিবে দধি অবশেষ হইয়া ঘৃত /১ সের মাত্র আছে তৎকালে পাত্র নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা সাবধান পূর্ব্বক ঘৃতকে ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে প্রাতঃকালে শুচি হইয়া ঐ প্রস্তুত ঘৃত ২ তোলা পান করিবে এবং সায়ংকালে ২ তোলা পান করিবে ইহাতে অত্যন্ত কণকণানিযুক্ত অতিসার নাশ হইবে এই যে সকল বিধি কহিলাম ইহাতে জাত শ্লেষ্মা জন্য অতিসারের শান্তি হইবে।

তিল তৈল /১ সের, অম্লরস দধি /১ সের, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জাতিপুষ্প অভাবে জাতি লতা, এরণ্ড-মূল, বেলশুঁঠা, পিপুলমূল, দাড়িমফলের ছাল ও কুড়বৃক্ষের মূল এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত /।০ এক পোয়া লইয়া মৃৎপাত্রে সংস্থাপন করিবে পরে চুলাতে অগ্নিকে প্রজ্বা-লিত করিয়া চুলাতে ঐ মৃৎপাত্র রাখিয়া ধীরে ধীরে জ্বাল দিবে যখন দেখিবে দধি অবশেষ হইয়া তৈলমাত্র আছে তৎকালে মৃৎপাত্র নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা তৈল ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে প্রাতঃকালে ঐ তৈল ২ তোলা পান করিবে ইহাতে কণকণানি যুক্ত অতিসার নাশ হইবে। ২৬

তীক্ষ্ণোষ্ণ বর্জ্য মেনন্তু বিদধ্যাৎপিত্তজে
ভিষক্। যথোক্ত মুপবাসান্তে যবাগূশ্চ

প্রশংস্যতে ॥ বলয়ো রংশুমত্যাঞ্চ স্বদংষ্ট্রা বৃহতীষুচ। শতাবর্য্যাঞ্চ সং-
সিদ্ধাঃ সুশীতাঃ মধুসংযুতাঃ ॥ মু-
দ্গাদিষুচ যূষাঃ স্যুর্দীপনৈঃ সুসংস্কৃতাঃ। মৃদুভির্দীপনৈস্তিক্তৈ র্দ্রবৈঃ স্যাদাম পাচনং ॥ হরিদ্রাতি বিষাপাঠা বংস বীজ রসাঞ্জনং। রসাঞ্জনং হরিদ্রেদ্বে বীজানি কুটজস্যচ ॥ পাঠা গূড়ূচী ভূনিম্ব স্তথৈব কটু রোহিণী। এতৈঃ শ্লোকার্দ্ধ নির্দ্দিষ্টৈঃ ক্বাথাঃ স্যুঃ পিত্ত পাচনাঃ ॥ ২৭

বৈদ্য, পিত্ত জন্য অতিসার হইলে রোগীকে তীক্ষ্ণ দ্রব্য ভোজন এবং উষ্ণ দ্রব্য ভোজন হইতে রহিত করিবেন। যথাবিধি উপবাস হইলে রোগীর প্রতি ভোজন বিষয়ে যবাগূ অর্থাৎ যবের তরল মণ্ডই বিধেয়। বেলেড়া, গোরক্ষ চাকুলে, শালপানী, গোক্ষুরী, ব্যাকুড় ও শতমূলী এই সকল দ্রব্য বা ব্যস্ত, অর্থাৎ পৃথক এক একটী এই দ্রব্য মিলিত হউক বা একই হউক ১।০ সওয়া তোলা কাঁচা মুগের দাল বা চনক দাল, মসুরদাল অথবা কুলথদাল ৴০ এক ছটাক ও জল।৵০ দেড় পোয়া হাঁড়ীতে অতি মৃদু জ্বালে সুসিদ্ধ করিবে যখন এক ছটাক্ জল থাকিবে

তৎকালে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে পরে উহাতে কিঞ্চিৎ মধু দিবে অনন্তর দার-চিনি, এলাইচ, কর্পূর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, জায়ফল, জীরা, ও তেজপত্র ইহাদিগের অত্যল্প চূর্ণ দিয়া সুবাসিত করিবে পরে ঐ যূষ, রোগীকে দুইবারে পান করাইবে ইহা দ্বারা আমের পরিপাক হইবে। রোগীর অগ্নি বৃদ্ধি হইলে ইহাই বারম্বার করিয়া দিবে। কিম্বা ভাগে অধিক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিবে তৎপানে রোগীর অত্যন্ত সুস্থতা হইবে। অথবা মৃদু দ্রব্য দ্বারা ও তিক্ত দ্রব্যদ্বারা আমের পরিপাক হয়।

হরিদ্রা, গোময়সিদ্ধ, আতইচ, আকনাদী, ইন্দ্রযব ও অম্লরস দ্বারা শোধিত রসাঞ্জন এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, জল /॥০ সের শেষ ৵০ পোয়া। রোগী ইহা চারি বারেতে পান করিলে পিত্তের পরিপাক হয়।

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও ইন্দ্রযব এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা, জল /॥০ অর্দ্ধ সেরেতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে উহা অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে চারিবারেতে পান করিলে পিত্তের পরিপাক হয়।

আকনাদী, গুলঞ্চেরডাঁটা, চিরাতা ও কটুকী এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা অর্দ্ধসের জলেতে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে উহা অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে চারি বার পান করিলে পিত্তের পরিপাক হইবে। ২৭

মুস্তং কুটজবীজানি ভূনিম্বং সরসাঞ্জনং। দার্ব্বীদুরালভা বিল্বং বালকং রক্তচন্দনং॥ চন্দনং বালকং মুস্তং ভূনিম্বং সদুরালভং। মৃণালং চন্দনং রোধ্রং নাগরং নীলমুৎপলং॥ পাঠা মুস্তং হরিদ্রেদ্বেপিপ্পলী কৌটজংফলং। ফলত্বচং বৎস্যকস্য শৃঙ্গবের ঘৃতেবচা॥ ষড়েতেভিহিতা যোগাঃ পিত্তাতি সার নাশনাঃ॥ ২৮

মুথা, ইন্দ্রযব, চিরাতা ও রসাঞ্জন এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিবে পরে ঐ গুঁড়া ৵৹ দুই আনা পরিমাণে লইয়া আটবার রোগীকে ধনের ক্কাথের সহিত পান করাইবে ইহাতে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ পায়।

দারু হরিদ্রা, দুরালভা, বেলশুঁঠা, বালা ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে পরে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে ঐ গুঁড়া ৵৹ আনা পরিমাণে লইয়া ধনের ক্কাথের সহিত আটবার পান করাইলে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ হয়।

রক্তচন্দন, বালা, মুথা, চিরাতা ও দুরালভা এই সমস্ত দ্রব্য সম ভাগে লইয়া গুঁড়া করিবে পরে ঐ গুঁড়া ধনের

ক্বাথের সহিত দুই আনা পরিমাণে আট্‌বার পান করাইলে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ হয়।

মৃণাল, রক্তচন্দন, লোধকাষ্ঠ, শুঁঠ ও নীলশুঁদীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতলে গুঁড়া করিবে পরে বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে অনন্তর ধনের ক্বাথের সহিত দুই আনা গুঁড়া লইয়া রোগীকে আটবারে পান করাইবে ইহাতে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ হইবে।

আকনাদী, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল ও ইন্দ্রযব এই সমস্ত দ্রব্য সম ভাগে লইয়া শিলাতলে গুঁড়া করিবে পরে উহা বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে রাখিবে অনন্তর ধনের বা মৌরীর ক্বাথের সহিত রোগীকে ৵০ দুই আনা পরিমাণে আটবারে পান করাইলে পিত্ত জন্য অতিসার নাশ হয়।

কুরচিরছাল, ইন্দ্রযব, আদা ও বচ এই সকল দ্রব্য সম ভাগে লইয়া গুঁড়া করিয়া কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া পরে উহাতে গাবী ঘৃত মিলাইবে অনন্তর উহা চারি আনা পরিমাণে লইয়া রোগীকে চারিবার খাওয়াইবে ইহাতে পিত্ত জন্য অতিসার নষ্ট হইবে।

পিত্তাতিসারের পাচন।

বিল্বশক্রযবাম্ভোদ বালকাতি বিষাকৃতঃ। কষায়ো হন্ত্যাতীসারং সামং

পিত্তসমুদ্ভবং ॥ মধুকোৎপলবিল্বাভ্র-
হ্রীবেরোশীরনাগরৈঃ। কৃতঃক্বাথো মধু
যুতঃ পিত্তাতীসারনাশনঃ।

বেলশুঁঠা, ইন্দ্রযব, মুথা, বালা ও আতইচ এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত দুই তোলা লইয়া শিলাতলে ঈষৎ কুটিয়া পরে কৃশানুকে প্রজ্বালিত করিয়া চূলাতে স্থালী রাখিবে পরে উহাতে অর্দ্ধ সের জল এবং ক্বাথ্য দ্রব্য সমুদয় দিবে পরে মৃদু মৃদু জ্বালেতে সুসিদ্ধ হইলে অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া মধুর সহিত যোগ করিবে পরে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া আটবারেতে রোগীকে পান করাইলে রোগী পিত্ত জন্য অতিসার হইতে মুক্ত হয় যদ্যপি একবার প্রয়োগে কিঞ্চিৎ শেষ থাকে তবে বারান্তর প্রয়োগ করিলে রোগী নিঃশেষরূপে আরোগ্য লাভ করিবে।

যষ্ঠীমধু, সুঁদী, বেলশুঁঠা, মুথা, বালা, বেণামূল ও শুঁঠ এই কয় দ্রব্য শিলাতে ঈষৎ ছেঁচিয়া পরে কৃশানুকে জ্বালিয়া চূলাতে স্থালী রাখিবে ঐ স্থালীতে অর্দ্ধ সের জল, এবং ক্বাথ্য দ্রব্য দিবে পরে সাবধান পূর্ব্বক মৃদু মৃদু জ্বালেতে সুসিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিবে অনন্তর ঐ ক্বাথকে মধুর সহিত মিলিত করিবে অর্দ্ধ ছটাক লইয়া রোগীকে আটবারে পান করাইলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইবে যদ্যপি একবার প্রয়োগে রোগী

বিশেষ সুস্থতা লাভ না করে পরে বারান্তর প্রয়োগ করিলে অবশ্যই রোগী আরোগ্য ভাজন হইবে। ২৯

পক্কাতিসারের চিকিৎসা।

যদা পক্কোপ্যতীসারঃ সরত্যেব মুহুর্মুহুঃ। গ্রহণ্যা মার্দ্দবাজ্জন্তোস্তত্র সংস্তম্ভনো হিতঃ॥ সমঙ্গাধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্র মুস্তকং। শাল্মলীবেষ্টকং বৎস্যং বৃক্ষদাড়িময়োস্ত্বচৌ॥ আম্রাস্থিমধ্যং লোধ্রঞ্চ বিল্ব মধ্য প্রিয়ঙ্গবঃ। মধুকং শৃঙ্গবেরঞ্চ দীর্ঘবৃন্তত্বগেবচ॥ চত্বার এতে যোগাস্যুঃ পক্কাতীসারনাশনাঃ। উক্তা য উপযোজ্যাস্তে সক্ষৌদ্রাস্তণ্ডুলাম্বুনা॥ যৌস্তংকষায়মেকম্বা পেয়ং মধুসমাযুতং॥ ৩০

যখন দেখিবে মানবের গ্রহণী নাড়ীর দুর্ব্বলতা বশতঃ পক্ক মল অনেকবার গুহ্য হইতে সরে তৎকালে সেই স্থলে স্তম্ভন করাই অর্থাৎ অধিক মল নিঃসরণ রহিত করাই বিধেয়।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, লোধকাষ্ঠ, মুথা

এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে গুঁড়া করিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাকিয়া চূর্ণ নিঃসৃত করিবে পরে ঐ চূর্ণ দুই আনা, আতবতণ্ডুলের ধৌত জল ও মধু দিয়া রোগীকে আটবার খাওয়াইবে ইহাতে রোগী সুস্থতা লাভ করিবে যদ্যপি একবার প্রয়োগে সুস্থতা লাভ না করে তবে বারান্তর প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

শিমুলবৃক্ষের আঠা, লোধকাষ্ঠ, কুরচিবৃক্ষের ছাল, দাড়িমবৃক্ষেরও ফলের ছাল এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতলে বা লৌহযন্ত্রে চূর্ণ করিবে পরে শরাবেতে বস্ত্রাবৃত করিয়া গুঁড়া বাহির করিবে ঐ গুঁড়া দুই আনা পরিমাণে লইয়া ধৌত তণ্ডুলের জলের সহিত এবং মধুর সহিত মিলিত করিয়া রোগীকে দুই ঘণ্টা অন্তর আটবারে পান করাইবে ইহাতে রোগীর পক্কাতিসার নাশ হইবে যদ্যপি একেবারে রোগী আরোগ্য লাভ না করে তবে পুনরায় প্রয়োগ করিলে রোগী আরোগ্য পদের ভাজন হইবে।

আমের কেশী, লোধকাষ্ঠ, বেলেরশাঁস ও প্রিয়ঙ্গুফল এই সকল দ্রব্য সমস্ত তুল্যমানে লইয়া শিলাতে পিষিবেক উহাতে ধৌত তণ্ডুল জল মধু দিয়া কাদার মত করিয়া দুই আনা পরিমাণে বটী করিবে ঐ বটী ১টা ধৌত তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত ৩ ঘণ্টা অন্তর আটবারেতে রোগীকে খাওয়াইবে এতদ্দ্বারা রোগী পক্কাতিসার হইতে মুক্ত হইবে।

যষ্ঠীমধু, আদা, শোনাবৃক্ষের ছাল এই তিন দ্রব্য, তণ্ডুল জলেও মধু দিয়া শিলাতে পিষিয়া দুই আনা পরিমাণে বটী করিবে ঐ বটী ১টা তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত ৩ ঘণ্টা অন্তর রোগীকে ১টী বটী খাওয়াইলে রোগী পক্কাতিসার ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে। এই যে চারি যোগ কহিলাম ইহারা তণ্ডুল জলও মধুর সহিত প্রযোজ্য হইলে পক্কাতিসারকে নাশ করে। ৩০

লোধ্রাম্বষ্ঠা প্রিয়ঙ্গ্বাদীন্ গণানেব প্রযোজয়েৎ॥ ৩১

মুথা ২ তোলা লইয়া শিলাতে ছেঁচিয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া পরে উহা মধুর সহিত মিলিত করিবে তদনন্তর ইহা অর্দ্ধ ছটাক লইয়া রোগিকে দুই ঘণ্টান্তর আট বারেতে পান করাইলে রোগী পক্কাতিসার হইতে মুক্ত হয়।

লোধকাষ্ট, সাবরলোধ, পলাশ, মুথা, অশোক, বামুনহাটী, কটফল, এলবালুক, কুঁদরুকী, মঞ্জিষ্ঠা, কদম্বজাতী ও কদলীবৃক্ষ ইহাকে রোধ্রাদিগণ কহে এই রোধ্রাদিগণকে যথা লাভে ক্কাথ বা চূর্ণ করিয়া খাইলে পক্কাতিসার নাশ হয়।

আকনাদী, ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোণবৃক্ষ, যষ্টীমধু, বেলেরশাঁস, লোধ, সাবরলোধ পলাশ, নন্দীবৃক্ষ, পদ্মকেশর —এই কয়েকটিকে অম্বাষ্টাদিগণ কহে ইহাদিগের মধ্যে

যথা লাভে চূর্ণ বা বটিকা অথবা কল্ক করিয়া খাইলে পক্কাতীসার নাশ হয় এবং ইহাতে অস্থি প্রভৃতি বিচলিত হইলে মিলন করায় ও ক্ষতকে শীঘ্র পুরিয়া উঠায়।

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্ত', ধাইফুল, পুন্নগাপুষ্প, রক্তচন্দন, কুচন্দন নামক রক্তচন্দনভেদ, সিমুল বৃক্ষের আটা, রসাঞ্জন, কট্‌ফল ও সোর্‌মা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ পাথর বিশেষ, পদ্মের কেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও শালপানী এই সকলকে প্রিয়ঙ্গুগণ কহে এই গণ মধ্যে যথা লাভে সংগ্রহপূর্ব্বক ক্বাথ করিয়া বা চুর্ণ করিয়া খাইলে পক্কাতিসার নাশ হয়।

বটবৃক্ষ, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থবৃক্ষ, পাকুড়বৃক্ষ, মউলবৃক্ষ, আমড়াবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, আমের কেশী, অম্রবৃক্ষের ছাল, কৃষ্ণবর্ণ শঠী, তেজপত্র, বনাজাম, জামবৃক্ষ, পিয়ালবৃক্ষ, যষ্টীমধু, কটুকী, অশোকবৃক্ষ, কদম্ববৃক্ষ, কুলবৃক্ষ, গাব-বৃক্ষ, কুন্দুরুকলতা, লোধবৃক্ষ, সাবর অর্থাৎ লোধবৃক্ষের ভেদ সাবরলোধ, ভেলা ও পলাশবৃক্ষ এই সকল বৃক্ষকে ন্যগ্রোধাদিগণ কহে ইহাদিগের যথা লাভে ইহাদিগের ছাল গ্রহণ করিয়া ক্বাথ বা চূর্ণ করিয়া রোগীকে খাওয়া-ইলে রোগী পক্কাতিসার হইতে মুক্ত হয় এবং ইহাতে ব্রণরোগ, ভগ্নরোগ, রক্তপিত্তরোগ, দাহরোগ, মেদরোগ ও যোনিরোগ নাশ হয়।

পদ্মমূল বা পদ্মপুষ্প, বরাহক্রান্তা, যষ্টীমধু, কাঁচা বেল ও কাঁচা জাম সমভাগে এই সকল দ্রব্য পিষিয়া তণ্ডুল

জল ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তের সহিত পক্কাতি-সার নাশ হয়।

দুরালভার মূল বাঁটিয়া যজ্ঞডুম্বর পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত খাইলে রক্তের সহিত পক্কাতি-সার নাশ হয়।

স্বর্ণক্ষীরুই, রক্তচন্দন, পদ্মপুষ্প, চিনি, মুথা ও পদ্ম-কেশর এই সকল সমভাগে লইয়া শিলাতলে বাঁটিয়া তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত খাইলে রক্তের সহিত পক্কাতি সার নাশ হয়। ৩১

নিরামরূপং শূলার্ত্তং লঙ্ঘনাদিভিশ্চ কর্ষিতং। নরংরুক্ষমবেক্ষ্যাগ্নিং সক্ষারং পায়য়েদ্ঘৃতং॥ বলং বৃহত্যং শুমতী কচ্ছুরামূল সাধিতং। মধূক্ষিতং সম-ধূকং পিবেৎ শূলৈরুপদ্রুতঃ॥ দার্ব্বী বিল্বকণা দ্রাক্ষা কটুকেন্দ্রযবৈর্ঘ্নতং। সাধিতং হন্ত্যতীসারং বাত পিত্তক ফাত্মকং॥ পয়োঘৃতঞ্চ মধুবা পিবেৎ শূলৈরুপদ্রুতঃ॥ ৩২

লঙ্ঘনাদি দ্বারা কৃশীকৃত এবং কিঞ্চিৎ আমযুক্ত শূল পীড়িত ব্যক্তিকে রুক্ষ দেখিয়া যবক্ষারযুক্ত ঘৃত পান করাইবে তদ্দ্বারাই ঐ ব্যক্তি শূল হইতে সুস্থ হইবে।

বেলেড়া, ব্যাকুড়, শালপানি, দুরালভামূল এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত এক পোয়া শিলাতে পেষণ করিয়া কাদার মত করিবেক পরে গাবী ঘৃত /১ এক সের অগ্নিতে চড়াইয়া কিঞ্চিৎ জ্বাল দিয়া পরে ঐ বাটা দ্রব্য ঘৃতে দিয়া মৃদু জ্বালেতে পাক করিবে যখন দ্রব্য সকল ভাজিত হইয়া রক্তবর্ণ প্রায় হইবে তৎকালে নাবাইয়া উহাতে যষ্ঠীমধু চুর্ণ এক ছটাক দিবে অনন্তর ঐ ঘৃত দুই তোলা পরিমাণ মধুর সহিত মিলাইয়া খাইলে পক্কাতিসার ও শূল হইতে মুক্ত হয়।

দারুহরিদ্রা, সেলশুঁঠা, পিপুল, কিস্‌মিচ্, কটুকী ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত এক পোয়া শিলাতলে বাঁটিয়া রাখিবেক পরে চুলাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া উহাতে মৃৎপাত্রেতে ঘৃত /১ সের দিয়া কিঞ্চিৎ জ্বাল দিবে পরে ঐ বাঁটা দ্রব্য সকল, ঘৃতেতে দিয়া মৃদু জ্বালে পাক করিবে যখন বাঁটা দ্রব্য সকল রক্তবর্ণ প্রায় হইবে তৎকালে নাবাইয়া ঠাণ্ডা করিবে অনন্তর ঐ ঘৃত ২ তোলা বাত পিত্ত শ্লেষ্মা জন্য পক্কাতিসার রোগীকে প্রয়োগ করিলে ঐ রোগী ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হয়। পক্কাতিসারী শূল দ্বারা পীড়িত হইলে দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া খাইলে শূল হইতে মুক্ত হইবে। ৩২

সিতাজমোদ কটুঙ্গমধুকৈরবচূর্ণিতং।
অবেদনং সুসম্পক্কং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরো-

স্থিতং ॥ নানাবর্ণ মতীসারং পুট-
পাকৈরুপাচরেৎ। ত্বক্‌পিণ্ডং দীর্ঘ
বৃন্তস্য পদ্মকেশর সংযুতং। কাশ্মীর
পদ্ম পত্রৈশ্চাবেষ্ট্য সূত্রেণ তদ্‌দৃঢ়ং ॥
মৃদাবলিপ্তং সুকৃত মঙ্গারেষ্বব কূল-
য়েৎ ॥ স্বিন্নমুদ্ধৃত্যানিঃপীড়্য রস
মাদায়তং ততঃ ॥ শীতং মধুযুতং
কৃত্বা পায়য়েত্তুদরাময়ে ॥ জীবন্তী
মেষ শৃঙ্গ্যাদিষ্বেবং দ্রব্যেষু সাধয়েৎ
তিত্তিরিং লুঞ্চিতং সম্যক্ নিঃকৃষ্ট ন্ত্রন্ত্র
পূরয়েৎ ॥ ন্যগ্রোধাদিত্বচাং কল্কৈঃ পূর্ব্ব
চচ্চাবকল্পয়েৎ ॥ রসমাদায় তস্যাথ
সুস্বিন্নস্য সমাক্ষিকং ॥ শর্করোপহিতং
শীতং পায়য়েচ্চোদরাময়ে ॥ লোধ্র
চন্দন যষ্ট্যাহ্ব দার্ব্বী পাঠা সিতোৎ-
পলান্ ॥ তণ্ডুলোদক সম্পিষ্টান্ দীর্ঘ
বৃন্তত্বগন্বিতান্ ॥ পূর্ব্ববৎকূলিতা তস্মা-
দ্রসমাদায় শীতলং ॥ মধ্বাক্তং পায়য়ে
চ্চৈতৎকফপিত্তোদরাময়ে ॥ ৩৩

উত্তম পরিষ্কৃত চিনি, অশ্বত্থছাল, শোনাবৃক্ষের ছাল,

ও যষ্টীমধু এই সকল সমভাগে লইয়া শিলাতলে পিষিয়া কাদার মত করিবে পরে উহা বিল্বকদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া বস্ত্র খণ্ড এবং কাদা দিয়া বিলক্ষণ লেপ দিয়া শুখাইবে পরে ঐ সম্পুট, চারি পাঁচ খান ঘুটেতে অগ্নি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে সম্পুট দিবে যখন দেখিবে সম্পুট অরুণ বর্ণ হইয়াছে তৎক্ষণাৎ অগ্নি হইতে সম্পুট বাহির করিয়া শীতল হইলে সম্পুট খুলিয়া সম্পুট মধ্যস্থ ঔষধি লইয়া চণক প্রমাণ বটী করিবে এই বটী দীপ্তাগ্নি মানবের বহুকালজাত নানাবর্ণ পক্কাতিসার রোগেতে প্রদান করিলে ঐ রোগী চিরজাত রোগ হইতে মুক্ত হয়।

শোনাবৃক্ষের মোটা ছাল ও পদ্মফুলের কেশর এই উভয় বাঁটিয়া পিণ্ডাকার করিবে উহাতে পদ্মের মূল ও পদ্মপত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টিত করিয়া সূত্র দ্বারা বদ্ধ করিবে পরে উহাতে মৃত্তিকা জল দ্বারা লেপ দিয়া শুখাইয়া অগ্নিযুক্ত কয়লাতে দিবে পরে কিঞ্চিৎকাল অগ্নিতে রাখিয়া উহা অগ্নি হইতে নাবাইয়া সম্পুট খুলিয়া রস বাহির করিবে ঐ রস, শীতল হইলে মধুর সহিত পান করিলে চিরজাত উদরাময় নাশ হয়।

জীয়ৎষষ্ঠীবৃক্ষের ছাল এবং মেড়াশিঙেবৃক্ষের ছাল পূর্ব্বমত বিধি অনুসারে রস প্রস্তুত করিয়া মধুর সহিত, পান করিলে চিরজাত উদরাময় নাশ হয়।

বসন্তগৌর বা তিতর নামে খ্যাত পক্ষী আনিয়া তাহার পাখা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিবে পরে তাহার পেট চিরিয়া তন্মধ্যে বটাদি ছালের কল্ক, প্রবিষ্ট করাইয়া

সূত্র দ্বারা বন্ধন করিবে পরে কাদার লেপ দিয়া শুখাইয়া তপ্তাঙ্গারে রাখিবে কিঞ্চিৎ কাল পরে উহাকে অরুণ দেখিয়া অবতারণ করিয়া সম্পুট খুলিবে অনন্তর তাহা হইতে রস বাহির করিয়া চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে চিরজাত উদরাময় নাশ হয়।

লোধকাষ্ঠ, চন্দন যষ্ঠীমধু, দারুহরিদ্রা, আকনাদী, শ্বেতপদ্ম ও শোনারছাল এই সকল দ্রব্য তণ্ডুল জলে বাঁটিয়া তিতর পক্ষীর পেটের ভিতরে দিয়া সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া পরে মৃত্তিকা জল দ্বারা লেপ দিয়া শুকাইয়া তপ্তাঙ্গারাতে পুট পাক করিবে যখন সম্পুট অরুণাভ হইবে তৎকালে অঙ্গার হইতে নাবাইয়া সম্পুট খুলিয়া রস বাহির করিয়া ঐ রস শীতল হইলে মধুর সহিত পান করাইলে কফ পিত্তজাত উদরাময় নাশ হয়।

বটাদিবৃক্ষেরগণ।

বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুঁড়, মউল, আমড়া, অর্জুন, আম্রকেশী, আম্রবৃক্ষ, কৃষ্ণবর্ণ শঠী, তেজপত্র, বন্য জাম, জামবৃক্ষ, পিয়ালবৃক্ষ, যষ্ঠীমধু, কটুকী, অশোকবৃক্ষ, কদম্ববৃক্ষ, কুলবৃক্ষ, গাববৃক্ষ, কুন্দুরুকলতা, লোধবৃক্ষ, সাবরলোধ, ভেলাবৃক্ষ ও পলাশবৃক্ষ এই সকলকে বটাদি কহে ইহাদিগের মধ্যে যাহারই হউক ছাল গ্রহণ করিয়া পুট পাকে রস বাহির করিয়া রোগীকে চিনি মধুর সহিত পান করাইলে চিরজাত উদরাময় নাশ পায়। ৩৩

এবং প্ররোহৈঃ কুর্ব্বীত বটাদীনাং বিধানবিৎ। পুটপাকান্ যথাযোগ্যং জাঙ্গলোপহিতান্ শুভান্॥ বহু-শ্লেষ্মাসরক্তঞ্চ মন্দবাতং চিরোত্থিতং কৌটজং ফাণিতঞ্চাপি হন্ত্যতিসার যোজনা॥ ৩৪

বট, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, পাকুড়, মউলবৃক্ষ, আমড়াবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ। আমেরকেশী, আম্রবৃক্ষ, চোরকাঁটা, তেজ-পাত্র, জাম, বনজাম, পিয়াল, ত্রিকোণহরীতকী, বকুলকদম্ব, কুলবৃক্ষ, গাববৃক্ষ, ইহাকে বটাদি কহে বিধানজ্ঞ বৈদ্য, বটাদির অঙ্কুর, অর্থাৎ পত্র হইবার পূর্ব্বে যাহা প্রকাশ পায় তাহাকে অঙ্কুর কহে ঐ অঙ্কুর বন্যকুক্কুট বরাহ শশক প্রভৃতি বনজ জন্তুর মাংসের মধ্যস্থ করিয়া পরে তাহাতে বটাদি পত্র দ্বারা ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া শুখাইয়া সম্পুট করিবে কিঞ্চিৎ আরক্ত হইলে উঠাইয়া পরে সম্পুট খুলিয়া তাহা হইতে রস বাহির করিয়া মধুর সহিত পান করাইলে চিরকাল জাত, অনেক কফ ও রক্ত যুক্ত এবং দুর্ব্বল বায়ু যুক্ত পক্ক অতিসারের নাশ হয়।

পরিমাণে দুই তোলা বা এক তোলা মধু দুই তোলা এবং কুরচির ছাল ঐ প্রকার সম্পুটে পাক করিয়া রস বাহির করিয়া ফেনি বাতাসার সহিত খাইলে এই যোগ স্বীয় তেজ দ্বারা পক্ক অতিসারকে নাশ করে।

পরিমাণ, কুরচির সত্ত্ব দুই তোলা বা এক তোলা ফেনি বাতাসা তুল্য ভাগ ।

অম্বষ্ঠাদি মধুযুতং পিপ্‌পল্যাদি সমন্বিতং । ৩৫

আকনাদি, ধাইফুল. বরাহক্রান্তা, শোণাবৃক্ষের ছাল, যষ্টিমধু, কাঁচাবেলের শাঁস, লোধকাষ্ঠ, সাবরলোধ, পলাশের ছাল, নন্দীবৃক্ষ ভাষায় তুলবৃক্ষ কহে, পদ্ম ফুলের কেশর, ইহাদিগকেও ঐ প্রকার পুটপাকে রস বাহির করিয়া মধু দিয়া পান করাইলে পক্ক অতিসার রোগ নাশ পায় । ৩৬

পৃশ্নিপর্ণী বলাবিল্ব বালকোৎপল ধান্যকৈঃ । সনাগরৈঃ পিবেৎ পেয়াং সাধিতামুদরাময়ে ।। ৩৬

চাকুলে, বেলেডা, বেলশুঁঠা, বালা, শুঁদি, ধনে, শুঁঠ ইহাদিগের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিবে তাহার পরিমাণ চাকুলে প্রভৃতি চারি আনা প্রত্যেকে লইবে যবাদি দ্রব্য দুই তোলা জল এক সের শেষ এক পোয়া থাকিবে এই পেয়া পক্ক উদর রোগ গ্রস্ত মানব, পান করিলে উদর রোগ হইতে মুক্ত হয় । ৩৬

অরলুত্বক্ প্রিয়ঙ্গুঞ্চ মধুকং দাড়িমাঙ্কুরান্ । অবাপ্যপিষ্ট্বাদধিনি যবাগূং

সাধয়েদ্দ্রবাং। এষাসর্ব্বানতীসারান্
হন্তি পক্কানসংশয়ং। ৩৭

শোনাবৃক্ষেরছাল, প্রিয়ঙ্গুফল, যষ্ঠীমধু ও দাড়িমবৃক্ষের পাতার কুঁড়ী এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে আট আনা কুট্টিত এবং খোসা রহিত যব দুই তোলা, দধি ষোল তোলা ও জল তিন পোয়া চারি তোলা অগ্নিতে মৃদু জ্বালে পাক করিবে ষোল তোলা থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে এই পেয়া পান করা হইলে সকল প্রকার পক্ক অতি-সারকে নিশ্চয়ই নাশ করে। ৩৭

রসাঞ্জনং সাতিবিষং ত্বগ্বীজং কৌটজং
তথা। ধাতকী নাগরঞ্চৈব পায়য়ে-
ত্তণ্ডুলাম্বুনা। সশূলরক্তজংঘ্নন্তি যোগাঃ
মধুসমন্বিতাঃ॥ ৩৮

রসাঞ্জন পরিমাণ চূর্ণ চারি আনা, মধু ১ তোলা গো-মূত্র-সিদ্ধ আতইচ, কুরচির ছাল, কুরচির বীজ, ধাইফুল ও শুঁঠ এই সকল যোগ, সমস্ত অথবা ব্যস্ত অর্থাৎ মিলিত রূপে বা পৃথক্‌রূপে চাল ধোয়ার জল ও মধুর সহিত পান করিলে শূল বিদ্ধের ন্যায় বেদনা ও রক্তের সহিত পক্ক অতীসারকে নাশ করে। চূর্ণ পরিমাণ আট আনা, মধু ১ তোলা ও চাল ধোয়া জল ২ তোলা। ৩৮

মধুকং বিল্বপেশ্যশ্চ শর্করা মধুসংযুতাঃ
অতিসারং নিহন্ত্যশ্চ শালিষষ্টিকয়োঃ
কণাঃ ॥ ৩৯

যষ্টিমধু, কাঁচা বেলের মধ্যস্থ শাঁস, শর্করা অর্থাৎ কাঁচা আকের দোলো কিম্বা খাঁড়, শালি ধান্যের কণা, ও যেঠে ধান্যের কণা এই সমুদয় দ্রব্য মধুর সহিত ভক্ষিত হইলে পক্ক অতিসারকে নষ্ট করে পরিমাণ শর্করা সহিত চূর্ণ আট আনা ও মধু ১ তোলা । ৩৯

তদ্বলীঢং মধুযুতং বদরী মূলমেবতু ॥ ৪০

উপরি কথিতের ন্যায় কুল বৃক্ষের শিকড় চূর্ণ, মধুর সহিত যুক্ত ও ভুক্ত হইলে উদরাময়কে নষ্ট করে । ইহার পরিমাণ চূর্ণ চারি আনা বা আট আনা ও মধু এক তোলা মাত্র । ৪০

বদর্য্যর্জ্জুন জম্বাম্র শল্লকী বেতসত্বচঃ ।
শর্করাঃ ক্ষৌদ্রসংযুক্তাঃ পীতাঘ্নন্ত্যুদ
রাময়ং ॥ ৪১

কুল বৃক্ষের ছাল চূর্ণ, অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল চূর্ণ, জামবৃক্ষের ছাল চূর্ণ, অম্র বৃক্ষের ছাল চূর্ণ, কুঁদরুকলতা চূর্ণ, বেত বৃক্ষের ছাল চূর্ণ ও শর্কর ইহারা মধুর সহিত মিলিত ও ভুক্ত হইলে পক উদরাময়কে নষ্ট করে ইহার পরিমাণ

শর্করা সহিত চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা ও মধু এক তোলা ভক্ষণ করিবে। ৪১

এতৈরেব যবাগুঞ্চ মণ্ডান্ যুষাংশ্চকারয়েৎ। পানীয়ানিচ তৃষ্ণাসু দ্রব্যেষ্বেতেষু বুদ্ধিমান্ ॥ ৪২

যে সকল দ্রব্য অগ্রেতে কহিলাম ঐ সকল দ্রব্যের সহিত যবাগূ, মণ্ড, মাংস যূষ, বা মৎস্য যূষ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রদান করিলে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইবে রোগীর তৃষ্ণা অর্থাৎ জল পানেচ্ছা হইলে উক্ত দ্রব্য দ্বারা জল সিদ্ধ করিয়া পানার্থে প্রদান করিবে। ৪২

হিম সংজ্ঞক কষায়।

কৃতং শাল্মলিবৃন্তেষু কষায়ং হিমসংজ্ঞকং। নিশাপর্য্যুষিতংপেয়ং সক্ষৌদ্রংমধুকান্বিতং ॥ বিবদ্ধবাতবিট্ শূল পরীতঃ সপ্রবাহিকঃ সরক্তপিত্তশ্চপয়ঃ পিবেত্তৃষ্ণাসমন্বিতঃ ॥ ৪৩

শিমুল বৃক্ষের পাতার বোঁটা দুই তোলা ও জল এক সের রাত্রিতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া রাখিবেক পরে প্রাতঃকালে যষ্টিমধু চূর্ণ ১ তোলা ও মধু ২ তোলা দিয়া মিশাইয়া কোষ্টবদ্ধ, বায়ুবদ্ধ, পেটবেদনা ও সর্ব্বদা কোঁত্ দেওয়া এবং উর্দ্ধতে বা অধোদেশ

হইতে পিত্তের সহিত রক্ত নিসৃত হয় এতাদৃশ ভাবাপন্ন রোগী পান করিবে। ৪৩

যথামৃতং তথাক্ষীর মতীসারেষু পূজিতং। চিরোত্থিতেষু তৎপেয়মপাম্ভাগৈস্ত্রিভিঃশৃতং ॥ দোষশেষং হরেত্তদ্ধি তস্মাৎ পথ্যতমংস্মৃতং। হিতঃ স্নেহবিরেকোবা বস্তয়ঃ পিচ্ছিলাশ্চয়ে পিচ্ছিলাস্বরসেসিদ্ধং হিতঞ্চ ঘৃতমুচ্যতে॥ শকৃতাযস্তু সংসৃষ্টমতিসার্য্যেত শোণিতং। প্রাক্‌পশ্চাদ্বা পুরীষস্য সরুক্ষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ক্ষীরিশুঙ্গাশৃতংসর্পিঃ পিবেৎ সক্ষৌদ্র শর্করং। দার্ব্বীত্বক্ পিপ্‌পলী শুণ্ঠী লাক্ষা শক্রযবৈর্ঘৃতং॥ সংযুক্তং ভদ্ররোহিণ্যা পক্কং পেয়াদিমিশ্রিতং। ত্রিদোষমপ্যতীসারং পীতংহন্তি সুদারুণং॥ ৪৪

অতীসার রোগেতে অমৃতের ন্যায় দুগ্ধটী পথ্য হইয়াছে। অতএব বহুকালজ অতীসার রোগেতে উহা তিন ভাগ জলেতে সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ঐ দুগ্ধটী

দোষের শেষকে নষ্ট করে সেই হেতু উক্ত রোগেতে উহা উৎকৃষ্ট পথ্য হইয়াছে।

১ যে তৈল ভক্ষণ করিলে বিরেক হয় ঐ তৈল ভক্ষণ করিবে এবং শিমূল বৃক্ষের রস দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা মলদ্বারে পিচকারী প্রদান করিবে তদ্দ্বারা অতীসার রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। মলের সহিত মিলিত রক্তকে অতীসার করে অথবা মলের পূর্ব্বে বা পরে রক্তকে অতীসার করে তাহাকে রুক্ষ কহে তাহার প্রতীকারার্থ বট্, অশ্বথ, মউল বৃক্ষ ও যজ্ঞডুম্বর ইহাদিগের শুঙা এক পোয়া জলে বাটিয়া এক সের গো ঘৃতেতে দিয়া মৃদু জ্বালে পাক করিবেক ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে নাবাইয়া শীতল হইলে ঐ ঘৃত ২ তোলা মধু ১ তোলা শর্করা ২ তোলা মিলাইয়া খাইবে অথবা ঘৃত ১ তোলা, মধু অর্দ্ধ তোলা ও শর্করা ১ তোলা মিলাইয়া খাইলে মলের সহিত রক্ত পড়া অথবা মলের পূর্ব্বে বা পরে যে রক্ত পড়ে তাহা নিবারণ হয় এবং অতীসার নাশকে পায়।

দারুহরিদ্রার ছাল, পিপ্পুল, শুঁঠ, লা, ইন্দ্রযব ও ভালরোহিণী নামক হরীতকী ইহাদিগের সমস্ত মিলিত ভাগ এক পোয়া ও ঘৃত এক সের কড়াতে দিয়া মৃদু জ্বালে পাক করিবে ঈষৎ রক্তবর্ণ হইলে নাবাইয়া শীতল হইলে ইহা যবাদির পেয়ার সহিত দুই তোলা বা এক তোলা দিয়া উহাতে মধু ও শর্করা দিয়া মিলিত করিয়া পশ্চাৎ খাইলে ভয়ানক ত্রিদোষ জন্য অতীসারকেও নষ্ট করে।

এই প্রয়োগ মলের সহিত রক্ত পড়ে অথবা মলের পূর্ব্বে বা পরে রক্ত পড়ে উহাতে বিহিত জানিবে। ৪৪

গৌরবে বমনং পথ্যং যস্যস্যাৎ প্রবলঃ কফঃ। জ্বরে দাহে সবিড্বন্ধে মারুতাদ্রক্তপিত্তবৎ॥ সম্পক্বে বহু-দোষেচ বিবন্ধে মূত্রশোধনৈঃ। কার্য্য-মাস্থাপনং ক্ষিপ্রং তথাচৈবানুবাসনং॥ প্রবাহেন গুদভ্রংশে মূত্রাঘাতে কটি-গ্রহে। মধুবাম্লশৃতং তৈলং সর্পির্ব্বা-প্যনুলোমনং॥ গুদপাকস্তু পিত্তেন যস্য স্যাদহিতাশিনঃ। তত্রপিত্তহরাঃ সেকাস্তৎসিদ্ধাশ্চানুবাসনাঃ॥ দধিমণ্ড-সুরাবিল্বসিদ্ধং তৈলং সমারুতে। ভোজনেচ হিতং ক্ষীরং কচ্ছুরামূল সাধিতং॥ অল্পাল্পং বহুশোরক্তং সরুগ্যঃ উপবেশ্যতে। যদাবায়ুর্ব্বিবদ্ধ শ্চপিচ্ছাবস্তি স্তদাহিতঃ॥ প্রায়েণ গুদদৌর্ব্বল্যং দীর্ঘকালাতিসারিণাং। ভবেত্তস্মাদ্ধিতং তেষাংগুদে তৈলা-বচারণং॥ ৪৫

যাহার শরীরেতে গুরুতা হয় অর্থাৎ গাত্রে ভার বোধ হয় অথবা অতিশয় কফ, প্রতীয়মান হয় সে স্থলে বমন করাই পথ্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য। জ্বরেতে দাহ বা বায়ু জন্য মলের কাঠিন্য, অথবা মলের নিঃসরণাভাব হইলে রক্ত পিত্তের চিকিৎসানুসারে বমন বিরেচনাদি করিবে। পক্কাশয়েতে পাকা ফোড়ার ন্যায় বেদনা বা কফাদি দোষের প্রাদুর্ভাব অথবা মলের কিম্বা অধোবায়ুর নিঃসরণাভাব হইলে মূত্র শোধন জনক ঔষধি দ্বারা আস্থাপন করিবে অর্থাৎ প্রলেপ দিবে এবং অনুবাসন করিবে অর্থাৎ পিত্ত নাশক দ্রব্য দ্বারা সেক প্রদান করিবে। অনন্তর মল নিঃসরণ দ্বারা গুহ্য দ্বার ভ্রংস হইলে অর্থাৎ মল দ্বারস্থিত পদ্মটী বাহির হইলে যাহাকে গোগোল কহে এবং মূত্রাঘাত অর্থাৎ প্রস্রাব আট্‌কাইলে কটি গ্রহে অর্থাৎ কোমরেতে রজ্জু দ্বারা বন্ধন দ্বারা বেদনা যাদৃশ হয় সেই প্রকার বেদনা হইলে মধুর দ্রব্য দ্বারা ও অম্ল দ্রব্য দ্বারা অথবা মধুরাম্ল রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ দ্বারা তৈল প্রস্তুত করিবে কিম্বা ঘৃত প্রস্তুত করিবে কটিদেশে এবং মূত্রাশয় স্থানে অর্থাৎ নাভির অধঃস্থানে অর্থাৎ প্রস্রাব থাকিবার স্থানেতে ও গুহ্যদ্বারের উপরেতে তৈল মর্দ্দন করিবে, ঘৃত ভক্ষণ করিবে তিল তৈল দুই সের মূর্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ ফেনা রহিত করিবে পরে মধুরাম্ল দ্রব্য অর্দ্ধ সের দ্রব্যগুলি জল দিয়া বাটিয়া তৈলে প্রদান করিবে মৃদু জ্বালে পাক করিবে যখন ঈষৎ আরক্ত দ্রব্য গুলি হইলে অবতারণ করিয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া

রোগীকে প্রদান করিবে রোগী পীড়িত স্থানে প্রয়োগ করিলে আরোগ্য লাভ করিবে ঘৃত এই বিধিমত পাক করিবে।

মধুর দ্রব্য কথন।

কাঁকলা, ক্ষীরকাঁকলা, জীবক, ঋষিভক, মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশ-লোচন, পদ্ম, পুণ্ডরীয়াবৃক্ষ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী নামক বৃক্ষ ও যষ্টিমধু এই কাকোল্যাদিগণ দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, যষ্টিকধান্য, যব, গম, মাসকলাই, পানিফল, কেশুর, শশা, কাঁকুড়, কাঁকড়ী লাউ, খরবুজ, পিয়াল, পদ্মবীজ, গাম্ভার, মউল, আঙুর, খেজুর, পিয়াল ভেদ, তাল, নারিকেল, ইক্ষুবিকার ইক্ষু হইতে যাহা উৎপন্ন হয় গুড় শর্করা চিনি প্রভৃতি, বেলেড়া, গোরক্ষ, চাকুলে, আলকুশী, শতমূলী, স্বর্ণক্ষীরুউ, গোক্ষুর, ভূমি কুষ্মাণ্ড, মউলালতা ও কুমড়া প্রভৃতি মধুর বর্গ।

অম্লবর্গ।

দাড়িম, আমলা, টাবা, আমড়া, কয়েৎবেল, করম্‌চা, বড়কুল, কুলভেদ, জলজাত কুল তেঁতুল, চালিতা, পেয়ারা, বেতবৃক্ষের ফল, মাদারবৃক্ষ, অম্লবেতসবৃক্ষ, জামীরলেবু, দধি, তক্র, সুরা, শুক্ত, সৌবীর, তুষের জল ও আমানি প্রভৃতি অম্লবর্গ।

যে অহিত ভোজনকারী ব্যক্তির পিত্তদ্বারা গুহ্যদেশে পক্কবৎ পীড়া অথবা পাকিয়া উঠে সেই স্থলে পিত্তনাশক দ্রব্য দ্বারা সেক করাকে অনুবাসন কহে ঐ স্থলে অনুবাসন করিলে পিত্ত জন্য গুহ্যদেশ পাক নাশ পায়।

পিত্ত নাশক দ্রব্যের কথন।

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, ভুঁইকুমড়া, শতমূলী, নাগরমুথা, শেওলা, শ্বেতবর্ণশুঁদী, শালুকফুল, শালুক ভেদ, কদলীবৃক্ষ, দূর্ব্বা, মূর্ব্বালতা প্রভৃতি ও কাকোল্যাদিগণ ও ন্যগ্রোধাদিগণ, তৃণপঞ্চমূল ইহারা পিত্তকে শমতা পাওয়ায়।

উক্ত গুহ্যদেশ পাকেতে বায়ুর সাহায্য থাকিলে অর্থাৎ তথায় বায়ু বদ্ধ হইয়া পীড়া প্রদান করিলে দধির মাথ, সুরা, বেলশুঠা দ্বারা সিদ্ধ তিল তৈল, মর্দ্দন করিলে সুস্থতা হইবে।

তিল তৈল এক সের, দধির মাথ, ধান্যজাত সুরা এক সের, বেলশুঠা এক পোয়া, তিল তৈল মূর্চ্ছিত করিয়া পরে দধির মাৎ, ধেনোমদ, বাটা বেলশুঠা দিয়া পাক করিবেক যখন জলীয় ভাগ শেষ হইবে। তৎকালে নাবাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইয়া পাত্রান্তরে রাখিবে অনন্তর উক্ত রোগে ব্যবহার করিলে উক্ত রোগ শান্ত হয়।

অনন্তমূল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

দুগ্ধ এক সের অনন্তমূল বাটিয়া এক ছটাক দিবে উহাতে জল তিন সের দিবে পরে জল শেষ হইলে দুগ্ধ নাবাইয়া ছাঁকিয়া শীতল হইলে পান করিবে।

যে ব্যক্তি অনেকবার অল্প অল্প বেদনার সহিত রক্ত, অতিসার করে এবং উদরেতে অপান বায়ু বদ্ধ থাকে

অর্থাৎ গুহ্য হইতে বাহির হয় না ঐ স্থানে শিমূল আটা মাখিয়া পলিতা বানাইয়া মলদ্বারে দিলে বায়ু বাহির হয় কিম্বা শিমূল আটা গুলিয়া পিচকারীতে ভরিয়া মলদ্বারে পিচকারী দিলে গুহ্যদেশ হইতে অপান বায়ু বাহির হয়।

বহুকাল জাত অতীসার রোগীর প্রায়ই গুহ্যদেশের দুর্ব্বলতা হয় তজ্জন্য সে স্থলে উক্ত তৈল প্রদান করাই প্রশস্ত। ৪৫

সারকৌমুদী।

লোকনাথ রস।

রসভস্মচ ভাগৈকং চত্বারঃ শুদ্ধ-গন্ধকাঃ। পিষ্ট্বাবরাটকা পূর্য্যাটঙ্গণেন নিরুধ্যচ॥ ভাণ্ডেরুদ্ধাপুটে পচ্যাৎ স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ। লোকনাথো রসোনাম্না ক্ষৌদ্রৈর্গুঞ্জাচতুষ্টয়ং॥ নাগরাতিবিষামুস্তা দেবদারুবচা-ন্বিতং। কষায় মনুপানং স্যাদ্বাতাতীসারনাশনং॥ ক্ষীরিণ্যাবা কষায়েণ যোগবাহং নিযোজয়েৎ॥ ৪৬

পারদ ভস্ম এক ভাগ ও শুদ্ধ গন্ধক চারি ভাগ খলেতে উক্ত দ্রব্য দ্বয় পিষিয়া ভাল রূপে মিলিত করিবেক, পরে উহাকে গাঁটিয়া বড় কড়ির ভিতরে স্থাপন করিয়া সোহাগা

চূর্ণ জলের দ্বারা মাড়িয়া কর্দ্দমবৎ করিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে তদ্দ্বারা বরাটিকার মুখ সকল রুদ্ধ করিবেক, পরে ঐ কড়ী গুলি, ভাণ্ডে ভরিয়া থুরী দিয়া সম্পুট করিবেক, পরে রৌদ্রে শুখাইয়া গজপুটে পাক করিবেক সম্পুট শীতল হইলে উঠাইয়া কড়ী গুলিও গুঁড়া করিবেক, পরে ইহার এক রতি হইতে চারি রতি পর্য্যন্ত মধু অনুপানে সেবন করাইবে অনন্তর শুঁঠ, আতইচ, মুথা, দেবদারুর, ছাল ও বচের ক্বাথ পান করাইবে।

অথবা শ্বেত ভুমি কুষ্মাণ্ডের ক্বাথ পান করাইবে। ৪৬

নিষ্কং জম্বীরনীরস্য লবণং পঞ্চ-
গুঞ্জকং। খলিকং তিলতৈলস্য গু-
ঞ্জৈকং যোগবাহকং॥ আমবাতাতি-
সারঘ্নং পথ্যং দধ্যোদনংহিতং।
বরাহস্নেহমাংসাম্বুসদৃশং সর্ব্বরূপিণং॥
নানাবর্ণ মতীসারং কৃচ্ছ্রসাধ্যং ত্রিদো-
ষজং॥ ৪৭

গোঁড়া লেবুর রস বা জামীর লেবুর রস অষ্ট তোলা বা দুই তোলা, সৈন্ধব পাঁচ রতি ও তিল তৈলের খোল এক রতি এই কয় দ্রব্য মিলিত করিয়া পান করাইলে আমাতীসার নষ্ট হয়, দধির সহিত অন্ন পথ্য দিবে শূকরের স্নেহের তুল্য মাংসাম্বু তুল্য এবং সান্নিপাতিক নানাবর্ণ অতীসার কৃচ্ছ্রসাধ্য অতীসার নষ্ট করে। ৪৭

আনন্দ ভৈরব।

দ্বিগুণহিঙ্গুলঞ্চবিষং ব্যোষটঙ্গণ মাগধীসমং। শ্লক্ষ্ণং পিষ্ট্বাচগুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবং॥ মধুনালেহয়েচ্চানু কূটজস্যত্বচাফলং। চূর্ণিতং কর্ষমাত্রঞ্চ ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ॥ মূলং কটুক রোহিণ্যা বিল্বমর্জ্জাগুড়ূচিকা। দধ্না-পিষ্ট্বা পিবেচ্চানু বটীচানন্দভৈরবী॥ সন্নিপাতাতিসারঘ্নী পথ্যংদেয়ঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ ৪৮

হিঙ্গুল দুই ভাগ শোধিত বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরীচ সোহাগার খই ও পিপুলচূর্ণ ইহারা সকল প্রত্যেকে একভাগ সমুদায় দ্রব্য শিলাতলে পেষণ করিয়া মধুর সহিত এক রতি খাইয়া পশ্চাৎ মধুর সহিত কুড়চীর ছাল ইন্দ্রযব চূর্ণ দুই তোলা খাইলে ত্রিদোষ জন্য অতিসার নাশ হয়।

আনন্দ ভৈরবী।

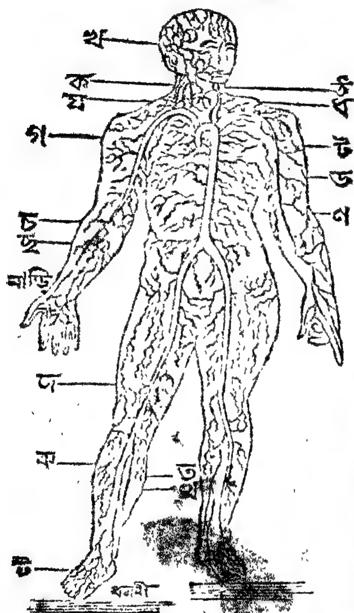
কটুকী, বেলের শাঁস ও গুলঞ্চ এই তিন দ্রব্য দধি দ্বারা পিষিয়া খাইবেক, ইহাতে সান্নিপাতিক অতিসার নষ্ট হয়; পথ্য, দধির সহিত অন্ন দিবে, অথবা মসুর দালের যুষ খাইবে। ৪৮

রসরত্নাকর।

ইতি অতিসারাদি সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক এবং ইহার ১ম ও ২য় ভাগ নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে শ্রীযুক্ত শারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে। ১ম ও ২য় প্রত্যেক ভাগের মূল্য ১৷৹ ;— স্বাক্ষরকারীর প্রতি ১ টাকা।





"চিকিৎসা সংগ্রহ" অর্থাৎ চিকিৎসা-বিদ্যা-সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিষয়পূর্ণ পত্র। ইহার ১ম ভাগের মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৶৹ ; এবং ২য় ভাগের অগ্রিম বার্ষিক অর্থাৎ বার সংখ্যার মূল্য ডাকমাসুল সমেত ২৷৶৹।—কলিকাতা— সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট, মদন মিত্রের লেন ৬ নং ভবনস্থ চিকিৎসা-সংগ্রহ কার্য্যালয়ে আমার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।